UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

BENGALI code:19

Unit – X : i¡la£u f¡ÕQ¡aÉ L¡hÉaš

pQ£fœ

Sub unit	Topic	Page
10.1	10.1.1 - AmwL¡l h¡c 10.1.2 - l£ah¡c 10.1.3 - lph¡c 10.1.4 - d£eh¡c 10.1.5 - ¢QœL¡hÉ 10.1.6 - K¢QaÉ 10.1.7 - বক্রোক্তিবাদ	2 - 9
10.2	10.2 - E < m e£mj£e 10.2.1 - নায়কভেদ প্রকরন 10.2.2 - q¢l¢fu¡ fLle 10.2.3 - নায়িকাভেদ প্রকরন 10.2.4 - শৃঙ্গারভেদ প্রকরন	10 - 21
10.3	AÉ¡¢lØVVm :- পোয়েটিক্স	

Sub Unit - 1

AmwL¡l h¡c

শ্রেষ্ঠ কাব্য চিরকালই সৌন্দর্যের আধার এবং তা আনন্দ দায়ক। কিন্তু সহৃদয় পাঠকমনে এই আনন্দের উৎস কী ? এই প্রশ্নমনস্কতা থেকেই কাব্যের আত্মার উৎস সন্ধানে ব্যপৃত হয়েছেন নানা যুগে নানা আলংকারিক। সেইসব আলোচনা ও সমালোচনা থেকে গড়ে উঠেছে i¡la¡u AmwL¡l p¡qaÉz

অলংকার তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন বামনাচার্য (দশম - একাদশ শতাব্দীর)। তিনি বলেছেন - শব্দ ও অর্থকে আপৌরে না রেখে অলংকারের দ্বারা তাকে শোভিত করে তুললেই তা মোহনীয় হয়ে ওঠে এবং কাব্যপদবাচ্য লাভ করে। তিনি বলেছেন ''কাব্যম্ গ্রাহ্যমলংকারাৎ''। এ প্রসঙ্গে তিনি নারীর অলংকার পরার সঙ্গে কাব্যের অলংকারের তুলনা করেছেন। অলংকার পরলে যেমন নারীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, তদুপ কাব্যের ক্ষেত্রেও তাই। অলংকারের মাধ্যমে কাব্যও চারুত্ব লাভ করে। বামনের উক্ত সংজ্ঞাটিও কাব্য জিজ্ঞাসার আলোচনার ক্ষেত্রে বিশে০ ...l¡afez

10.1.2 - l¢ah¡c

রীতিবাদের প্রবক্তা হলেন বামনাচার্য। তিনি প্রথম জীবনে কাব্য তত্ত্বের প্রসঙ্গে অলংকারকে গুরুত্ব দিলেও পরবর্তীকালে রীতির প্রতিই সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন ''রীতিরাত্মা কাব্যস্য'' - রীতিই হল কাব্যের আত্মা। বিশিষ্ট পদ রচনাই রীতি। বামনাচার্য phfbj কাব্যতত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে আত্মার কথা বলেছেন। তবে তিনি কাব্যের আত্মার কথা বললেও তার সন্ধান তিনি পাননি। কাব্যের বহিরঙ্গ আলোচনার ক্ষেত্রেই তিনি কাব্যের আত্মার কথা বলেছিলেন। বামনের এই রীতিবাদ গুন ও অলংকারের উপর নির্ভরশীল। এই রীতিকে তিনি তিনটি আঞ্চলিক স্থানের নাম অনুসারে বিভক্ত করেন - পাঞ্চালীরীতি, গৌড়ীরীতি, বৈদর্ভীরীতি। রীতিকে স্থানের নাম অনুসারে বিভক্ত করার ফলে তা সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ন হয়ে পড়ে। সেই তুলনায় পাশ্চাত্যের style অনেক ব্যাপক ও গভীর।

10.1.3 - lph¡c

রসবাদের প্রবক্তা হলেন বিশনাথ কবিরাজ। তিনি বলেছেন, 'রসাত্মক বাক্যং কাব্যম্' - lpপূর্ন বাক্যই হল কাব্য। কবিরা যে কাব্য লেখেন তার মূলে থাকে রস সৃষ্টি করা। রসহীন বাক্য কখনও কাব্যপদবাচ্য লাভ করে না। এই রস 'ব্রহ্মস্বাদ সহোদর' তা অলৌকিক ব্যাপার। এজন্য কাব্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ। এই রস সৃষ্টিই হচ্ছে কাব্যের শেষ কথা। এবং তা সৃষ্ট হয় সহৃদয় পাঠক হৃদয়ে। তাই lpC qছে কাব্যের আত্মা।

10.1.4 - d¢eh¡c

ধ্বনিবাদের প্রবক্তা হলেন আনন্দবর্ধন। অভিনব গুপ্তও এই মতকে সমর্থন করেছেন। আনন্দবর্ধন বলেন কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করে অলংকার, রীতি বা বাচ্যার্থের উপর নয়, ব্যঙ্গের উপর। তিনি বলেন যা শ্রেষ্ঠ কাব্য তার প্রকৃতিই হচ্ছে বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে যাওয়া। বাচ্যার্থের শক্তি সীমিত ও স্থূল। কিন্তু বাচ্যার্থের অতিরিক্ত যে ব্যঙ্গ বা ব্যঙ্গার্থ বা ব্যঞ্জনা সেটাই কাব্যের jখ্য উদ্দেশ্য। জগতে মহত কবিরা এই ব্যাঙ্গার্থ বা ধ্বনির জন্যই তাঁদের কাব্যকে দুর্লভ করে তুলেছেন। আনন্দবর্ধন কাব্যের এই ধ্বনি বা ব্যঙ্গ বা ব্যঞ্জনাকেই বলেছেন কাব্যের আত্মা - "d¢e l¡a¡¡ L¡hÉpÉ'z

10.1.5 - ¢QœL¡hÉ

প্রকৃত কাব্য সবসময়েই স-hÉ‰ ¢L¿ ¢QœL¡hÉ A-ব্যঙ্গ কাব্যের নিদর্শন। এ জাতীয় রচনা রসভাবাদি তাৎপর্য রহিত। ব্যাঙ্গার্থ শূন্য ও বাচ্য ও বাচকের বৈচিত্র্যকে আশ্রয় করে রচিত। বিস্ময়ের উদ্রেক করা ছাড়া এর দ্বিতীয় কোনো কাজ নেই। শ্রেষ্ঠ কাব্যে রসধ্বনি থাকেই কিন্তু যখন কবিদের রসভাব প্রকাশের কোনো ইচ্ছাই থাকে না ; শব্দালংকার কিংবা অর্থালংকারের মাধ্যমে পাঠকের মন ভোলাতে চান অথবা কাব্যের মাধ্যমে তত্ত্ব ও উপদেশ প্রচার করেন তখন চিত্রকাব্য রচিত হয়।

শব্দ ও অর্থের অলংকার চাতুর্য প্রদর্শন কিংবা নীতিপ্রচার বা শিক্ষাদানের অভিপ্রায়ে রচিত কাব্যে রসের অভিপ্রেত না থাকা সত্ত্বেও ক্ষেত্রবিশেষে রসের দুর্বল প্রতীতি জন্মে, এই রকম কাব্যকে চিত্রকাব্য বলে।

Ec¡qle - i¢–কাব্য, রবীন্দ্রনাথের 'কনিকা'।

চিত্রকাব্যের দুটি ভেদ - শব্দচিত্র ও বাচ্যচিত্র। আনন্দবর্ধনের মতে, ব্যঙ্গ অর্থ প্রাধান্য লাভ করলে ধ্বনি আর ব্যঙ্গ অপ্রাধান্য হলে সেই কাব্য হল গুনীভূত ব্যঙ্গ। আর যা ব্যাঙ্গার্থ প্রকাশের শক্তিহীন, যা কেবল বাচ্যের বৈচিত্র্যকে আশ্রয় করে রচিত হয় তাই হল চিত্রকাব্য। jÇjVi– শব্দচিত্র ও বাচ্যচিত্র উভয়ভেদেই চিত্রকাব্যকে স্বীকার করেছেন। বিশ্বনাথ চিত্রকাব্যকে পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। জগন্নাথ চিত্রকাব্যকে 'অধর্ম' কাব্যভেদ রূপে স্বীকৃত দিয়েছেন। তবে শব্দ ও বাচ্যভেদ মানতে রাজি হননি।

10.1.6 - K¢QaÉ

ঔচিত্যবাদের স্রষ্টা হলেন কাশ্মীরীয় আলংকারিক ক্ষেমেন্দ্র। তবে ক্ষেমেন্দ্রের পূর্বেও বেশ কয়েকজন আলংকারিক ঔচিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু ক্ষেমেন্দ্রের মতো অন্য কেউই ঔচিত্যকে এতটা গুরুত্ব দেননি। তাঁরা রীতিবাদ বা পারিপার্শ্বিক আলোচনা প্রসঙ্গেই ঔচিত্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছিলেন। যেমন দন্ডী উপমার দোষ আলোচনা প্রসঙ্গে 'ঔচিত্য' কথাটিকে ব্যবহার করেছিলেন। আর আনন্দবর্ধন রীতির দোষ গুন আলোচনার প্রসঙ্গে 'ঔচিত্য'কে ব্যবহার করেছিলেন। আনন্দবর্ধন তিনটি রীতির কথা বলেছেন -- pwOV°eL l¦f...e¡, ...e¡¢depwOVe¡ Hhw pwOVe¡nu...e¡z HC ¢ae l¦al ¢eujC K¢চত্য। তিনি মনে করেন বিষয়ানুসারী রচনা ঔচিত্যবোধের জন্যই সর্বদা রসময় হয়ে থাকে। কাব্যরস আস্বাদে ঔচিত্যহানি ছাড়া অন্য কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। তবে আনন্দবর্ধন ঔচিত্যের কোন সংজ্ঞা দেননি।

ঔচিত্য সম্পর্কে বক্রোক্তিজীবতকার কুন্তক এবং অনুমিতি বাদী মহিমভ– পারিপার্শ্বিক আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁরাও ঔচিত্যের সংজ্ঞা ও বিস্তৃত আলোচনা করেন নি। কুন্তক রীতির আলোচনাতেই 'ঔচিত্য' নামক গুনের আলোচনা করেছেন। কুন্তক দু-ধরনের ঔচিত্যের কথা বলেছেন --

(১) প্রকাশের উজ্জ্বল্য যার দ্বারা বস্তুর চমৎকারিত্ব যথাযথ l¦f f¡uz

(২) বক্তা বা শ্রোতার স্বভাব ধর্মের সঙ্গে বর্ননীয়ের সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য। কুন্ডকের মতে, কালের চমৎকারিতাও ঔচিত্য নির্ভর। তবে কুন্তক ঔচিত্যবাদের চরম পৃষ্টপোষক নন।

অপরদিকে মহিমভ– শব্দৌচিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে ঔচিত্যকে ব্যবহার করেছেন। ইতিপূর্বে আনন্দবর্ধন অর্থোচিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন বলেই মহিমভ– কেবল শব্দৌচিত্য সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি শব্দৌচিত্যকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করলেন ---

১) বিধেয়বিমর্শ

২) প্রক্রমভেদ

৩) ক্রমভেদ

৪) পৌনরুক্ত্য

5) h¡QÉh¡Qej

তবে তিনি ঔচিত্যের গভীরে প্রবেশ করেননি।

কাশ্মীরীয় ক্ষেমেন্দ্রই 'ঔচিত্য' সম্পর্কে সর্বপ্রথম বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি ঔচিত্য সম্পর্কে বললেন, কাব্যালঙ্কার সদৃশ উক্তির মধ্যে রয়েছে সৌন্দর্য, কিন্তু ঔচিত্যেই হল কাব্যের প্রাণ

Am^¡l¡Ùm i L¡l¡ ...e¡ Hh ...e¡xpc¡z

K¢QaÉw Ip¢pÜpÉ ¢Ùlw L¡hÉpÉ S¢hajzz

ঔচিত্যবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অতুল চন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'কাব্য জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে বলেছেন কাব্য বিচারের যা একমাত্র নিয়ম আলংকারিকেরা তার নাম দিয়েছেন ঔচিত্য। ইংরেজীতে যাকে Proprioty বলে, সেটাই হচ্ছে ঔচিত্যের মূলতত্ত্ব। কাব্যের শরীরকে যদি ধ্বনি বলা যায়, আর তার আত্মাকে যদি 'রস' বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে সেই রসের উপযোগিতাই 'ঔচিত্য'। ক্ষেমেন্দ্র বলেছেন যদি ঔচিত্যই না রইল তাহলে গুন, অলংকার সবই বৃথা। ঔচিত্য থাকলেই অলংকার হয়ে ওঠে সৌন্দর্যময় এবং গুনও তখন গুনপদবাচ্য হয়ে ওঠে। ঔচিত্যহীন 'গুন' ও 'অলংকার' দোষেরই নামান্তর।

10.1.7 - বক্রোক্তিবাদ

দশম শতাব্দীর বিখ্যাত কাশ্মীরী আলংকারিক কুন্তকই বক্রোক্তিবাদের প্রবক্তা হিসেবে চিহ্নিত। তবে কুন্তকের অনেক আগেই ভামহ, বামন, এবং দন্ডী বক্রোক্তিবাদের সূচনা করেছিলেন। এঁরা সপ্তম শতাব্দীর আলংকারিক ছিলেন। কুন্তকের আগে 'বক্রোক্তি' ছিল একটি মুখ্য শব্দালঙ্কার। আলংকারিক রুদ্রট ও মম্মট ছিলেন এই মতাবলম্বী। এঁরা বক্রে¦¦Š²কে অতি সংকীর্ন অর্থে প্রয়োগ করেছিলেন।

কিন্তু ভামহ, দন্ডী এবং বামন বক্রোক্তিকে শব্দালংকারের থেকে পৃথক করে নিয়েছিলেন। ভামহ বক্রোক্তিকে গুন এবং অলংকারের থেকে পৃথক করে নিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল শব্দ ও অর্থের অলংকৃতিই কাব্যের যথার্থ লক্ষন এবং বক্রোক্তিই সমস্ত অলংকারের মূল। ভামহ মনে করতেন, অলংকার মাত্রই বক্রোক্তি। তাঁর সিদ্ধান্ত হল, মহাকাব্য, নাটক, কথা এবং আখ্যায়িক¡ phœC বক্রোক্তি থাকা বাঞ্ছনীয় এবং বক্রোক্তি হচ্ছে 'লোকাতিক্রান্ত গোচরং বচঃ' তবে তিনি বক্রোক্তির কথা অতিশয়োক্তি অলংকার প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন; স্বতন্ত্র মতের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে নয়।

দন্ডীও প্রায় অনুরূপ কথাই বলেছেন। দন্ডী শ্লেষকে সমস্ত অলংকারের চমৎকারিত্ব বিধায়ক বলেছেন। তাঁর মতে বাঙময় কাব্য সভাবোক্তি এবং বক্রোক্তি - এই দুই ভাগে বিভক্ত। তার মধ্যে বক্রোক্তির সৌন্দর্য নির্ভর করে শ্লেষের উপর
''ভিন্নং দ্বিধা স্বভাবোক্তি বক্রোক্তি শ্চেতি বাভয়ম্''।
বামন সম্পূর্ন পৃথক অর্থে বক্রোক্তি কথাটি ব্যবহার করেন। রুদ্রট যেমন বক্রোক্তিকে এক বিশেষ ধরনের শব্দালংকার বলে গন্য করেছিলেন, বামনও তেমনি বক্রোক্তিকে লক্ষনার দ্বারা রচিত ভিত্তি অর্থালংকার বলে চিহ্নিত করলেন।

তবে এঁরা কেউ বক্রোক্তিবাদের প্রবক্তা নন, শব্দ ও অলংকারের অন্যান্য পারিপার্শ্বিক আলোচনা প্রসঙ্গেই বক্রোক্তির কথা উল্লেখ করেছেন মাত্র। গভীরে প্রবেশ করেনিez

কুন্তকই সর্বপ্রথম বক্রোক্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং তিনিই এই মতের প্রবক্তা। বক্রোক্তিই কাব্যকে জীবিত রাখে তিনি বলেন মুখের উক্তি সাদামাটা, তা সহজসরল, স্থূল, মুখের উক্তির মধ্যে কোন চারুতা বা কোন শোভনতা থাকেনা। কিন্তু কাব্যের উক্তি বা কথাকে মোহনীয় হতে হয়। এজন্য প্রয়োজন বক্রে¦¦Lb¡ h¡ °hc‡fe pwm¡fz HC °hc‡পূর্ন সংলাপই হল বক্রে¦¦Š², যা কাব্যকে মোহনীয় ও সৌন্দর্যময় করে তোলে। বক্রোক্তি কোনো সাধারন অলংকার নয়, এ হচ্ছে সাহিত্যের সার্বভৌমত্ব
''বক্রে¦¦Š²রেব বৈদ‡ i‰ভনিতি রুচ্যতে''।

abÉ

BmwL¡¢lL	pjuL¡m	l¢QaN¿	abÉ
i la	f¡L¢Mø fbj naL	"e¡VÉn¡Ù'	i) ভারতে কাব্যতত্ত্বের আদি গুরু। ii) ভরতের নাট্যশাস্ত্রের টীকাগ্রন্থ 'ভরত নাট্যবেদবিবৃতি' রচনা করেন - A¢ieh ...çz iii) "e ¢q lp¡d¡ খাতে কশ্চিদ্ অর্থঃ প্রবর্ততে, তত্র ¢hi¡h¡ei¡h - ব্যভিচারি সংযোগদ্ রসনিষ্পত্তি'। iv) ভরতের মতে বীর রসথেকেই উদ্ভুত রসের Evf¢šz v) ভরতের গ্রন্থে উপমা, দীপক, রুপক ও যমক চতুবিধ অলংকার আছে। গুন, অলংকার, বৃত্তি - h¢ql‰ Ef¡c¡ez vi) রসবাদের প্রবক্তা। vii) রসকে নাট্যসাহিত্যে 'সাহিত্য বৃক্ষের বীজ' বলা quz viii) রসের বাহ্যিক উপাদান কাব্যজগৎ। • রসসূত্রে ৪টি মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। • ভরতের নাট্যশাস্ত্রে পঞ্চদশ অধ্যায়ে 36¢V কাব্যলক্ষনের কথা আছে। • ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বিভিন্ন রসের রঙ - q¡pÉ - p¡c¡; Aác - qmc; Ll¦e - কপোত; n‰¡l - শ্যাম; রৌদ্র - m¡m; h£l - গৌর; iu¡eL - কালো; বীভৎস - e£m; • ভরতের নাট্যশাস্ত্রে মোটভাব - ৪৯টি ; মোট hÉ¢iQ¡l£i¡h - ৩৩টি ; মোটস্থায়ী ভাব - 8¢Vz • মূলীভূত রস ৪টি শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও বীভৎস। HC 4¢V jm lpC Ah¢nø lp...¢ml Evf¢šl হেতু। • নাট্যশাস্ত্রের টীকাকার হলেন - শাঙ্গদেব, i–লোল্লট, ভ–n^L, i–e¡uL, qo, L£¢adl নরদেব।
cä£	oùnaL	"L¡h£cn'	• f¢ai¡ qm fhh¡pe¡ ...e¡eh£z • 'কাব্যদর্শ' গ্রন্থে ৩টি পরিচ্ছেদ, ৩৬৮ L¢lL, Hhw ৩৬টি অর্থালংকার আছে। • 'কাব্য শোভাকরান্ ধর্মালংকারনে প্রচক্ষতে'। • 'মার্গ' কথাটির ব্যবহার করেন দন্ডী। • 'রীতিরাত্মা কাব্যস' রীতিই কাব্যের আত্মা। • "nl£lw a¡h¢cø¡bw hÉh¢¡Ræ fc¡hm£'z Ai£ø Abpj¢ea fc¡hm£C L¡hÉz

			• দন্ডী ২ প্রকার অলংকারের কথা বলেছেন। ক) স্বভাবোক্তি M) বক্রোক্তি। • দন্ডী ২টি রীতির কথা বলেন। ক) বৈদর্ভী ও খ) গৌড়ী। বৈদর্ভী রীতিকেই শ্রেষ্ট বলেছেন
i¡jq	pçj naL	"L¡hÉm^¡l'	• শব্দার্থৌ সাহিতৌ কাব্যম। • "e L¡äj¢f ¢eiow ¢hi¡¢ah¢ea¡jMj'z • 'সৈষা সর্ব্বে বক্রোক্তি'। • 'এমন কোন শব্দ নেই, এমন বিষয় নেই, এমন ন্যায় নেই, এমন কলা নেই যা কাব্যের অঙ্গ না হতে পারে'। • অলংকার প্রস্থানের আচার্য। • 'কাব্যলঙ্কার' গ্রন্থে ৬টি পরিচ্ছেদ। ৩২টি অর্থালংকার এবং ৩টি শব্দালঙ্কার আছে। • রীতির আলংকারিক গুরুত্ব তিনি স্বীকার করেননি।
h¡je	ehj naL	"L¡hÉm^¡l pœh¢š'	• "L¡hÉw N¡qÉj AmwL¡l¡J'z • 'সৌন্দর্যম অলংকার'। • রীতিবাদের f¢aù¡a¡z • কাব্যশোভায়াঃ কর্তারো ধর্মগুনাঃ। • কাব্যের আত্মা রীতি আর রীতির আত্মা গুন।
EáV	Aøj - ehj naL	"L¡hÉm^¡l pwNq' "i¡jq ¢hhle' "Lj¡lpñh'	• 'কাব্যলঙ্কার সংগ্রহ' গ্রন্থে ৬টি পরিচ্ছেদ, 75¢V কারিকা আছে। • "¢p¢Ül SeÉ ünëh¡Qe BhnÉL' • অভিনবগুপ্তের গুরু উদ্ভট।
l¦âV	ehj - cnj naL	"L¡hÉ¡m^¡l' "L¡hÉaš¡j¡wp¡'	• 'ননু শব্দার্থৌ কাব্যম্'। • রুদ্রট প্রেয়ন নামক রসের কথা বলেন এবং এর স্থায়ীভাব স্নেহ। • রুদ্রট শ্লেষকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন - ক) অর্থশ্লেষ খ) শব্দশ্লেষ। • কাকু বক্রোক্তি নামক অলংকারের প্রবর্তক। • রুদ্রট 'শম' অর্থে সম্যক জ্ঞানের কথা বলে।
Be¢chde	ehj naL	'ধ্বন্যালোক'	• ধ্বনি প্রস্থানের প্রবর্তক। • 'ধ্বনিই কাব্যের আত্মা' - আনন্দবর্ধনের মতে "d¢el¡a¢¡L¡hpÉ'z • আনন্দবর্ধন 'গুনীভূত ব্যঙ্গ' শব্দটি ব্যবহার করেন। • আনন্দবর্ধনের মতে নিয়মের ফল ঔচিত্য। • কাব্যের রস ও অলংকার অপৃথগযত্ন নির্বত্য • 'ধ্বন্যালোকে' বৃত্তি অংশের লেখক আনন্দবর্ধন। • রসব্যঞ্জনাকেই শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষন বলে চিহ্নিত করেছেন। • 'প্রসিদ্ধৌচিত্য বন্ধস্তু বস্যোপনিষৎ পরা'।

teachinns Text with Technology

			• "প্রধানগুনভাবাভ্যাং ব্যঙ্গস্যৈবং ব্যবস্থিতে কাব্যে উভে ততোদৃন্যদ্যওচ্চ এমভিধীয়তে।"
A¢ieh ...ç	cnj naL	"A¢iehi¡la£'	• রসবাদের প্রধান আচার্য - A¢ieh ...çz • রসধ্বনি কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন - A¢ieh ...çz • i–তৌত গ্রন্থ 'কাব্যকৌতুক' এর টকাকার অভিনব ...çz • অভিনব গুপ্ত কাব্যে প্রীতিকেই প্রধান বলেছেন। • অভিব্যক্তিবাদের - fhš²z • অভিনব গুপ্ত ধ্বন্যালোক গ্রন্থে 'লোচন' অংশের V£L¡L¡lz • Ip phc¡C h£‰z
রাজশেখর	cnj naL	"L¡h£j£j¡wp¡'	• কাব্য অর্থে 'p¡¢qa£' কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন। • "L¢h' në¢V he¡e¡bL J L¢hLjL Lh d¡a থেকে এসেছে। • রাজশেখরের আদি গুরু নন্দিকেশ্বর। • কাব্যমীমাংসা গ্রন্থে ১৫টি অধ্যায় আছে।
de"u	cnj naL	"cnl¦fL'	• ধনঞ্জয় ধ্বনিবাদ মানেননি। • ধনঞ্জয় মালবের রাজা মুঞ্জেরের সভাপতি।
LäL	দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যবর্তী pju	'বক্রোক্তিজীবিত'	• 'শব্দার্থৌ সহিতৌ hœ²L¢hhÉ¡f¡l n¡¢m¢e'z • "L¢h ¢hh¢ra - বিশেষাভিধানক্ষমত্বম' এ বাচকত্ব - mrej'z • °hc‡fe i¢‰ সহকারে উক্তি² - বক্রোক্তি। • কুন্তক বক্রোক্তিকে ৬টি ভাগে ভাগ করেন। • কুন্তক অর্থের উপযোগী পদবিন্যাস কে 'গুনোচিত্ত' বলেছেন।
i–তৌত	Sje¡k¡u¢e	'কাব্যকৌতুক'	• i–তৌতের রচিত 'কাব্যকৌতুক' এর টীকাকার A¢ieh ...çz • i–তৌত ভ–শঙ্কুকের 'অনুকরনতত্ত্ব' খন্ডন করেন। • অভিনব গুপ্তের গুরু ভ–তৌত।
j¢qji–	HL¡cn naL	'ব্যক্তিবিবেক'	• মহিমভ–র রচিত 'ব্যক্তিবিবেক' গ্রন্থে ৩টি অধ্যায়। • অনুমিতি বাদের প্রবক্তা মহিমভ–z • j¢qji– ঔচিত্যকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন।
ক্ষেমেন্দ্র	HL¡cn naL	"K¢Qa£¢hQ¡lQQ¡' "L¢hLã¡ile' "L¢hL¢eL¡'	• 'অনৌচিত্যাদৃতে নান্যদ রসভঙ্গস্য কারনম' z • "K¢Qa£w Ip¢pÜp£ ¢Ùlw L¡h£p£ S¢haj'z • 'ঔচিত্যরসের প্রান' - ক্ষেমেন্দ্রের মতে।
jÇjVi–	একাদশ থেকে দ্বাদশ naL	"L¡h£fL¡n'	• "¢eu¢aLa¢euj l¢qa¡' Ab¡v L¢hl p¢ø ¢eu¢a নির্দিষ্ট কোনো নিয়মের অধীন নয়। • jÇjVi– কাব্য নির্মিতিতে প্রতিভাকেই 'শক্তি' বলেছেন। • 'অদোষৌ শব্দার্থৌ স...নৌ অনলঙ্কৃতী পুনঃ,¢fz

¢hne¡b	Qacn naL	"p¡¢qaÉcfe' "I¡Oh¢hm¡p' "Ia¡hmÉ'	• ‘পদসংঘটনা রীতি রঙ্গ সংস্থাবিশেষৎ উপকত্রী Ip¡c¢e¡j'z • "h¡LÉw Ip¡aÉLw L¡hÉj' Ab¡v Ip¡aÉL h¡LÉ¡C L¡hÉz • ¢বশ্বনাথ চিত্রকাব্যকে অস্বীকার করেন। • বিশ্বনাথের মতে ‘লৌকিক জগতে রতি আদিভাবের উদ্বোধক কাব্য বা নাট্যে তাই বিভাব’।
ভোজরাজ	HL¡cn à¡cn	"n‰¡l fL¡n' "I¡SjN¡^' "plüaÉLã¡ ile'	• নির্দোষং গুনবৎবাব্যমলং L¡°IhmwLaj Ip¡¢ða' - অর্থাৎ দোষহীন গুনযুক্ত অলংকারের দ্বারা কাব্য p¾cl J Ipju quz
I¦kÉL	à¡cn naL	"Am^¡Iphü' "Am^¡Ij”lÉ' p¡¢qaÉj£j¡wp¡' e¡VLj£j¡wp¡' ‘ব্যক্তিবিবেকবিচার’ EáV¢hQ¡l'	• ব্যক্তিবিবেকবিচার গ্রন্থে ইনি মহিমভ—ের সমালোচনা করেছেন।
হেমচন্দ্র	à¡cn naL	"L¡hÉen¡pe'	• প্রতিভা হল নবনবোল্লেখশালিনী। • ‘অদোষৌ সওনৌ সালংকারৌ চ শব্দার্থৌ কাব্যম’ - অর্থাৎ দোষহীন এবং গুন অলংকার যুক্ত শব্দই L¡hÉz
রুপ গোস্বামী	পঞ্চদশ ষোড়শ naL	E < me£mj¢e	• শ্রীরুপ গোস্বামীর মতে শান্ত রতি ব্যতীত শ্রী ভগবানের প্রতি একনিষ্ঠ প্রীতি উৎপন্ন হয় না।
L¢h Lefl	ষোড়শ শতক	‘অলংকার কৌস্তুভ’	• ‘কবিবাঙ নির্মিতি’ অর্থাৎ কাব্য হ¢¢R L¢hl h¡L¢e¢j¢az • শ্রীচৈতন্য এর পর্ষদ শিবানদে সেনের পুত্র - L¢h LZflz
Aèuc¢¢ra	ষোড়শ শতক	"Lhmu¡¾c J ¢Qœj£j¡wp¡'	-
SNæ¡b	pçcn naL	"IpN‰¡dl'	• Ije£u¡b f¢af¡cLx nëx L¡hÉj AbÉv Ije£u অর্থের প্রতিপাদক শব্দের কাব্য।

আনন্দবর্ধন কৃত ধ্বনির ¢n¢e¢h i¡N :-

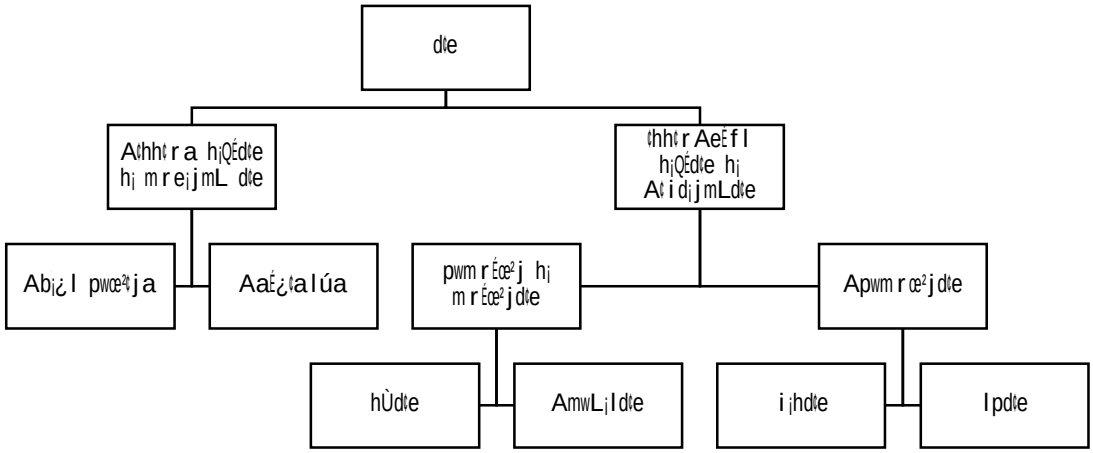

- A¢i h£¢š²h¡c - A¢i eh...ç
- Ev f¢šh¡c - i–লোল্লট
- Ae¢j¢ah¡c - i–n^L
- i¢š²h¡c - i–e¡uL
- AmwL¡l Q¢¾cL¡ - n£¡j¡fc Qœ²ha£
- ‘কাব্যলোক’ - pd£l Lj¡l c¡n...ç
- "L¡h£ ¢hQ¡l' - সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
- "p¡¢qa£ j£j¡wp¡' - ¢ho·fc i–¡Q¡k
- "p¡¢qa£ ¢বেক’ - বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়
- "lh£¾ce¾ce aš' - বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়
- L¡h£a - জীবেন্দ্র সিংহ রায়
- L¡h£aš ¢hQ¡l - দূর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
- সাহিত্য তত্ত্বের কথা - দূর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
- i¡la£u L¡h£aš - Ah¿£ Lj¡l p¡e£¡m
- L¡h£¢S ‘¡p¡ f¢lœ²j¡ - Ll¡e¡¢på c¡p
- ধ্বন্যালোক ও লোচন - সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
- p¡¢qa£h£re - হীরেন চ–¡f¡d£¡u

NET - JUN – 2019

1. ‘কবি বিভাবাদির ঔচিত্য থেকে বিচ্যুতি পরিত্যাগে যত্নশীল হবেন’ - এই সতর্কবার্তা দিয়েছেন।

Lz A¢ieh…ç

Mz ilaiQ¡k

Nz h¡jeiQ¡k

Oz Be¾chde

2. সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র অবলম্বনে প্রবত্ত কয়েকটি মন্তব্যের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সংকে থেকে ঠিক উওরটি নির্বাচন করুন।

a) বামনাচার্য রীতিকে চারভাগে ভাগ করেন - ভেদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী, মৈথিলী।

b) আলংকারিক রুদ্রট ‘লাটীয়’ রীতির উল্লেখ করেছেন।

c) কুন্তকাচার্য ভৌগোলিক ক্রমে রীতির নাম রাখার প্রবনতাকে অস্বীকার করেন।

d) গৌড়ীর রিতি ভালো হলেও যাঁরা প্রশংসা করেননা, ভামহ তাদের অন্ধতার প্রশংসা করেছেন।

সংকেত :-

	a	b	c	d
Lz	öÜ	öÜ	AöÜ	AöÜ
Mz	AöÜ	AöÜ	öÜ	öÜ
Nz	öÜ	AöÜ	AöÜ	öÜ
Oz	AöÜ	öÜ	öÜ	AöÜ

3. সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের রসনিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কে, কোন মতবাদের প্রবক্তা দুটি তালিকায় তা দেওয়া qmz Eiu a¡¢mL¡l সামঞ্জস্য বিধান করে প্রদত্ত সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন :

fbj a¡¢mL¡	**¢àa¢u a¡¢mL¡**
a) i–লোল্লট	i) A¢ihÉ¢Š²h¡c
b) i–e¡uL	ii) Ae¢j¢ah¡c
c) i–n^L	iii) i¢Š²h¡c
d) A¢ieh …ç	iv) Evf¢Šh¡c

সংকেত :-

	a	b	c	d
Lz	iv	iii	ii	i
Mz	iii	i	iv	ii
Nz	i	ii	iii	iv
Oz	iv	ii	i	iii

4. চারজন আলংকারিকের নাম ও তাঁদের মন্তব্য নীচের দুটি তালিকায় উদ্বৃত হল। উভয় তালিকারউভয় তালিকার সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে শুদ্ধ উত্তরটি নির্দেশ করুন :

fbj a¡¢mL¡	**¢àa£u a¡¢mL¡**
a) i¡jq	i) বক্রে²¡¢š² হচ্ছে 'বৈদ‡i ‰£' i¢e¢a
b) ভোজ	ii) hÉ¡‰¡bC qm L¡hÉ¡b
c) Ae¤chde	iii) রস রসিকের মধ্যে শব্দ প্রমানের দ্বারা সৃষ্ট হয়।
d) L¿L¡Q¡k	iv) শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্

সংকেত :-

	a	**b**	**c**	**d**
Lz	iv	i	iii	ii
Mz	iii	ii	i	iv
Nz	iv	iii	ii	i
Oz	ii	iv	iii	i

5. ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব থেকে কয়েকটি শুদ্ধ - অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল। সেগুলির শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে প্রদত্ত সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন :

(a) ¢hne¡b L¢hl¡S a¡l "p¡¢qaÉ - দর্পন' এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সত্ত্বোদ্রেকাদ খন্ড ইত্যাদি শ্লোকে রসের পরিচয় দিয়েছিলেন।

(b) আনন্দবর্ধন অলংকারকে 'শোভাতিশয়হেতু' অর্থে গ্রহন করেছেন।

(c) রাজশেখর বলেছেন, রসাত্মক কাব্যপুরুষের দেহ গঠিত হয় শব্দ ও অর্থের দ্বারা।

(d) i la a¡l "e¡–শাস্ত্র' এর অধ্যায়ে 'গুন' এর আলোচনার পূর্বেই আটটি দোষের কথা বলেছেন।

সংকেত :-

	a	**b**	**c**	**d**
Lz	öÜ	AöÜ	AöÜ	AöÜ
Mz	AöÜ	AöÜ	öÜ	AöÜ
Nz	AöÜ	öÜ	öÜ	öÜ
Oz	öÜ	öÜ	AöÜ	AöÜ

6. ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে 'চিত্রকাব্যকে' যিনি পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন।

Lz ¢hne¡b L¢hl¡S

Mz jÇjV i–

Nz Be¤chde

Oz SNæ¡b

Answer

SL No	Answer
1	O
2	O
3	L
4	N
5	M
6	L

teachinns
Text with Technology

NET - DEC – 2019

1. নীচে প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র অনুসারে কয়েকটি শুদ্ধ - অশুদ্ধ মন্তব্য দেওয়া হল :

(a) অলঙ্কার শাস্ত্রকে সপ্তম বেদা‰ বলতেন যাযাবরীয় রাজশেখর।

(b) শ্লেষ প্রসাদ সমতা মাধুর্যকে দন্ডী অলঙ্কার বলেছেন।

(c) আনন্দবর্ধন অলঙ্কারের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি।

(d) ভামহ অলঙ্কারকে LVL - কুন্ডল এর মতো বলে মনে করতেন।

মন্তব্যগুলির শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সংকেত অনুসারে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন :-

(L) (a) Hhw (b)

(M) (a) Hhw (c)

(N) (a) Hhw (d)

(O) (b) Hhw (d)

2. ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে অলঙ্কার, রীতি ও ধ্বনি প্রস্থানের সাম"স্য বিধানের যিনি চেষ্টা করেছেন :-

Lz Be¾chde

Mz jÇjV i–

Nz A¢ieh ...ç

Oz ¢hne¡b L¢hl¡S

teachinns Text with Technology

Answer

SL No	Answer
1	L
2	M

teachinns
Text with Technology

NET - DEC – 2019

1. ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব অনুসারে কয়েকটি মন্তব্যদেওয়া হয়েছে :-

a) ‘চিত্রকাব্য’ কাব্যের অনুকরন কিন্তু কাব্য নয়।

b) কথা দিয়ে যা বোঝানো যায় না ‘চিত্রকাব্য’ তাকে ছবিতে ফুটিয়ে তোলে।

c) ‘চিত্রকাব্য’ যে চিত্তবৃত্তির জন্ম দেয় তাতে রসের প্রতীতি অতি দুর্বল।

d) ভাসাই প্রথম পারিভাষিক অর্থে চিত্রকাব্য কথাটি ব্যবহার করেন।

প্রদত্ত সংকেত থেকে ঠিক উওরটি চিহ্নিত করুন :

(L) (a) Hhw (d)

(M) (b) Hhw (c)

(N) (a) Hhw (c)

(O) (b) Hhw (d)

teachinns
Text with Technology

Answer

SL No	Answer
1	N

teachinns
Text with Technology

Sub Unit - 2

E ‹ mj¢e

শ্রীরূপ গোস্বামী

রূপ গোস্বামী ছিলেন, তাঁর বৃদ্ধ প্রপিতামহ রূপেশ্বর ছিলেন গৌড়ের প্রধানমন্ত্রী। ১৪৮৯ খ্রী: (অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে ১৪৮৪ খ্রী:) রূপ গোস্বামীর জে£ হয়। রূপের পিতা মুকুন্দদেবের পুত্র কুমারদেব, মাতার নাম রেবতী দেবী। মহাপ্রভু ১৫১৬ খ্রী: তাঁদের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দিয়ে নামকরন করেন সনাতন, রূপ ও বল্লভ। সনাতন ও রূপ অল্পবয়সেই সংস্কৃত ভাষায় অসাধারন বুৎপত্তি লাভ করে কাব্য ব্যাকরন সাংখ্য বেদান্ত ন্যায় মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করেন।

সন্ন্যাস গ্রহনের কিছুদিন পরে চৈতন্যদেব ১৫১৩-14 M£: সনাতন ও রূপের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হন। মহাপ্রভুর সংস্পর্শে উভয় ভ্রাতার মনে বৈরাগ্য উদিত হয়। মহাপ্রভু তাঁর ধর্মপ্রচারের জন্য উভয়কে পরম সুহৃদয়ে সনাতন ও রূপ নামে অভিহিত করেন।

শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রিয় শিষ্য ও ভ্রাতুস্পুত্র শ্রীজীব তাঁর কাছে শাস্ত্র ও ধর্ম শিক্ষাগ্রহন করেন। তিনি শ্রীরূপের সমস্ত গ্রন্থের এবং বৈষ্ণবধর্মের বহু প্রমান্য গ্রন্থের টীকা ও ব্যাখা প্রনয়ন করেছিলেন। 'উজ্জ্বলনীলমনির' যে টীকা তিনি প্রনয়ন করেছিলেন তা 'লোচনরোচনী' নামে পরিচিত।

শ্রীরূপ গোস্বামী লিখিত 'উজ্জ্বলনীলমনি'তে শৃঙ্গার রসকে নূতন দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সমগ্র অলঙ্কার শাস্ত্রকেই অপ্রাকৃত পটভূমিকায় স্থাপন করে অলঙ্কার তত্ত্বকে na1নভাবে উপস্থিত করেছেন।

10.2.1. নায়কভেদ প্রকরন:

গোড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে রসতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলে£mj¢e গ্রন্থে নায়কভেদ প্রকরনে নায়ককে প্রধানত চারটি শ্রেনিতে বিভক্ত করেছেন- ধীরোদাও, ধীরশাপ্ত, ধীরললিত ও ধীরোদ্ধত নায়কের এই চারটি বিভাগ পূর্ন, পূর্নতর ও পূর্নতম ভেদে দ্বাদশ প্রকার। আবার এই দ্বাদশ নায়ক পতি ও উপপতি ভেদে চব্বিশ প্রকার। এছাড়া এই চব্বিশ প্রকার নায়ক অনুকূল, দক্ষিন, শঠ ও ধৃষ্ট এই চার প্রকৃতিভেদে ছিয়ানব্বই শ্রেনিতে বিভক্ত।

d£lN¢ma ejuL: যে নায়কের চরিত্রগত - °hc‡, ehযৌবন সম্পন্ন, পরিহাসরসিকতা ও নিশ্চিত প্রকৃতির গুনাবলি থাকে তাকে ধীরগলিত নায়ক বলেz

যেমন - L¾cfz

d£ln¡¿: যে নায়ক স্বভাবে শান্ত, কষ্টসহিষ্ণু, বিবেচক, ধার্মিক ও বিনয়াদি গুনযুক্ত তাকে ধীরশান্ত নায়ক বলে।

Ec¡qle - k¢d¢ùlz

ধরোদাও: HC S¡a£u ejuL Nñ£l ¢heu£, r j¡n£m, cu¡m, pct ha, AqwL¡l ne£, NtNh, Ba£fa£u pÇfæ, pš...epÇfæ, বলশালী ও অপরাজেয়।

Ec¡qle - n£Lo·, lOe¡bz

ধীরোদ্ধত: যে নায়ক অপরের মঙ্গলে বিদ্বেষ পোষনকারী, অহংকারী, রোষস্বভাবযুক্ত, চঞ্চল, আত্মশ্লাঘাকারী অথচ ধীর তাকে ধীরোদ্ধত নায়ক বলে।

Ec¡qle - ভীমসেন।

HC Q¡l fL¡l ejuL আবার সম্বন্ধ ও সংযোগানুযায়ী দুইভাগে বিভক্ত -

L) f¢a

M) Eff¢a

f¢a: যে ব্যাক্তি শাস্ত্রমতে, বেদোক্ত বিধানুযায়ী কন্যার পানিগ্রহন করেন তাঁকে সেই কন্যার পতি বলা হয়। তিনি লৌকিক সমাজবিধানে সেই কন্যার কর্তার আসনে অধিষ্ঠিত। বলশালিতায় ভীস্মক রাজের পুত্র রুক্মিকে পরাজিত করে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিনীকে দ্বারকায় আনয়ন করে উৎসবের সঙ্গে পৌরমন্ডলের সম্মুখে তাঁর পানিগ্রহন করেন বলে তিনি বেদোক্ত বিধান অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ l¡¢Le£l f¢az

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় নায়িকার সঙ্গে সম্ভোগ শৃঙ্গারে রত হন বলে তিনি রুক্মিনীর পতি।

Effta: যে ব্যাক্তি আসক্তিবশত: ধর্ম উল্লঙ্ঘন করে পরকীয়া রমনীর প্রতি অণুরাগী হয় এবং ঐ রমনীর প্রেমই যার সর্বস্ব প্রেমের জন্য লোকভয়, ধর্মাধর্ম সবকিছুই অগ্রাহ্য করেন তিনিই উপপতি।

পতি ও উপপতি বৃত্তিভেদে নায়ক আর চার প্রকার-

L) AeLm

M) c¢re

N) nW

O) dø

AeLm: যে ব্যাক্তি বা নায়ক অন্য নারীর মোহ বা স্পৃহা পরিত্যাগ করে এক স্ত্রীতে অতিশয় আসক্ত তাকে অনুLm e¡uL hm¡ quz

Ec¡qle - রামচন্দ্র যেমন সীতাতেC অনুরক্ত। শ্রী কৃষ্ণের যেমন শ্রীরাধাতেই অনুকূলতা, তাঁকে অবলোকন করলে কখনো তাঁর অন্য স্ত্রী বিষয়ক প্রসঙ্গঁ তাঁর মনে উদিত হয় না।

c¢re e¡uL: যে নায়ক প্রথমে এক স্ত্রীতে আসক্ত হয়ে কদাচিৎ অন্যনারীতে আসক্তি হলেও পূর্ব প্রনয়িনীর ¢N£lh, iu, দাক্ষিন্যাদি পরিত্যাগ করে না তাকেই দক্ষিন নায়ক বলা হয়। আবার অনেক নায়িকাতে যার সমানভাব এমন পুরুষকে দক্ষিন e¡uL hm¡ quz

nW: যে নায়ক স¡মনে প্রিয়ভাষী অথচ পরোক্ষে অপ্রিয় কার্য করে এবং গুরুতর অপরাধে অপরাধী হয়, তাকে শঠ নায়ক বলা quz

dø: যে নায়ক অন্য যুবতীর ভোগ চিহ্নসমূহ প্রকাশিত হলেও যে ব্যাক্তি ভয়হীন এবং মিথ্যা কথা বলতে অতিশয় দক্ষ তাকে dø hm¡ quz

Q¢lœNa ...e¡ek¡u£ e¡uL Q¡l fL¡l -

ক) ধীরোদাত্তানুকূল

M) h£In¡ä¡eLm

N) d£Im¢ma¡eLm

ঘ) ধীরোদ্ধতানুকূল

ধীরোদাত্তানুকূল: যে নায়ক গভীর প্রকৃতিবিশিষ্ট বিনয়যুক্ত, ক্ষমাগুনশালী, দৃঢ়ব্রত, LI¦e, Ba£¡n¡k¡¢hq£e Hhw Ecu¢Qš J উদারমনা তাকেই ধীরোদাত্ত অনুকূল নায়ক বলা হয়।

একদিন রাধার চিন্তায় তন্ময় কৃষ্ণকে দেখে ললিতা দূর ¢bকে চিত্রাকে দেখিয়ে বলেছিলেন যে ব্রজে নীলোৎপল নয়না রমনীরা কটাক্ষকৌশলে কন্দপকলা নটীর প্রস্তাব দৃঢ়ব্রত কৃষ্ণ প্রত্যাখ্যান করে, যাতে রাধার প্রেমব্রতে শৈথিল্য না ঘটে।

d£Im¢ma¡eLm: যে নায়ক রসিকতা, নবযৌবন, পরিহাসপটুতা ও নিশ্চিন্ততা ইত্যাদি তিনি ধরললিতানুকূল নায়ক রূপে নির্দেশিত। তিনি প্রায় প্রেয়সীর বশীভূতা এবং তাঁর আনুকূল্য হয়ে থাকেন তাকে ধীরললিতানুকূল নায়ক বলা হয়।

গঢ় অণুরাগবশত শ্রীকৃষ্ণের নিশ্চিন্ততা দেখে তাঁর পিতামাতা তাঁকে কোনো ব্যবহার্য কর্মের দায়িত্ব দেয় না; তিনি ¢el¿র রাধার স‰ ¢ৌড়ায় যমুনাকূলবর্তী বনসমূহ অলঙ্কৃত করেন।

¢dIn¡ä¡eLm: যে নায়ক শান্তস্বভাববিশিষ্ট, স্নেসহিষ্ণু, বিনয়াদিগুনসম্পন্ন, বিবেক নায়ক প্রেয়সী বা নায়িকার প্রতি পেj¡eLm J একনিষ্ট হলে তিনি ধীর শান্তানুকূল, নায়করূপে অভিহিত হন। এই স্বভাববিশিষ্ট অর্থাৎ ধীর, শান্ত, অনুকূল নায়ক অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গেঁ কৌশলে তাঁর প্রনয়াস্পদের সঙ্গেঁ মিলিত হন, বিরুদ্ধ পরিবেশে অচঞ্চল ধৈর্যের পরিচয় দান করে তিনি প্রিয়ার চিত্তরঞ্জনে সমর্থ হন তাকে ধীরশান্তানুকূল নায়ক বলা quz

বিশাখা একদিন শ্রীমতীকে ‘মৃগাক্ষি’ সম্বোধন করে বলেছিলেন যে সূর্যবন্দনার দলে শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে ব্রাহ্মনবেn ধারন করে তার সঙ্গেঁ মিলিত হয়েছেন। দৃষ্টি ক্ষমাগুনে পূর্ন, বাক্য বিনয়যুক্ত, ধীরোজ্জ্বল মূর্তি, শান্ত ও উদার- d£In¡¿¡eLm নায়কের বৈশিষ্ট্য।

ধীরোদ্ধতানুকূল: যে নায়ক মাৎসর্যযুক্ত, অহংকারী, মায়াবী, রোষfরবশ, চঞ্চল, উদ্ধত, আত্মশ্লাযাকারী, অথচ প্রেমে অবিচলিত মানস, মুহূর্তের জন্য প্রিয়তমা ব্যতীত অন্য প্রমদাজনের কথা স্বপ্নেও কল্পনা করেন না। তিনি ধীরোদ্ধাতানুকূল নায়ক রূপে L¢aa qez

শ্রীকৃষ্ণ ললিতাকে বলেছিলেন যে, রাই ব্যাতীত তিনি স্বপ্নেও অন্য প্রমদ¡জনের কথা চিন্তাও করতে পারেন না। রাইয়ের প্রেমকেই তিনি প্রানধন রূপে জানেন।

প্রনয় বিষয়ে নায়কের পাঁচ প্রকারের সহায় বা সখা থাকে। নানা অবস্থায় এদের সাহচর্য নায়কের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করে। মধুর রসে নায়ক সহায় পাঁচ প্রকার-

ক) চেটক

M) ¢hV

N) ¢hcoL

O) f£Wjc

P) ¢fuejpMz

চেটক: যে ব্যাক্তি সন্ধানী ও সুচতুর, যাঁর কার্যকলাপ প্রায় সকলের অজ্ঞাত, যিনি সদা রহস্যাবৃa, গূঢ়রূপে কার্যস¡dনে দক্ষ, আলাপে ও বাকপটুতায় তীক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয়দাতা, তাকে চেট সখা বা চেটক বলা হয়।

Ec¡qle - গোকুলে ভঙ্গুর প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের চেট সখা বা চেটক ছিলেন।

¢hV: যে ব্যাক্তি বেশ ভূষার উপাচার সম্পর্কে নিপুন; যিনি ধূর্ত, কুশল ও তীক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন, যিনি কামতন্ত্র কলাবিদ, বশীকরনে ও মন্ত্রৌষধি প্রয়োগে গুনিপুন, পরিবার বর্গ যাঁর আদেশ লঙ্ঘন করে না, তাকে বিট বলা হয়।

Ec¡qle - কড়ার ভারতীবন্ধ প্রভৃতি কতিপয় গোপ শ্রীকৃষ্ণের বিট সহায় ছিলেন।

¢hco: যে ব্যাক্তি ভোজনে অতিলোলুপ, কলহপ্রিয় এবং দৈহিক, অঙ্গভঙ্গিমা, বেশ ও বাক্যের বিকৃতি ঘটিয়ে হাস্যরসের সৃষ্টি করেন, তাকে বিদূষক বলে।

Ec¡qle - jdj‰m "¢hc‡j¡dh' নাটকের বিদূষক।

f£Wjc: যে ব্যাক্তি নায়ক তুল্য গুনবান হয়েও নায়কের অনুবর্তীকারী, তাকে পীঠমর্দ বলা হয়।

Ec¡qle - কৃষ্ণসখা শ্রীদাম কৃষ্ণের পীঠমর্দ। নিজে অশেষ গুনরাশির অধিকারী হয়েও ব্রজলীলায় কৃষ্ণের পীঠমর্দ সহায় ছিলেন।

¢fueÇjpM: অতিকায় রহস্যজ্ঞ, সখীভাবাশ্রিত লীলাসহায় এবং প্রনয়ীগনের মধ্যে অতিশয় প্রিয় তাকে প্রিয়নর্ম্মসখ বলা হয়। নায়কের প্রনয়জীবনে তাঁরা সাহায্য করেন এবং তাঁদের সাহায্যে রfalp সম্ভোগের পথ সুগম ও মধুর হয়।

উদাহরন: গোকুলে সুবল এবং দ্বারকায় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নর্মসখ।

10.2.1. q¢l¢fu¡ fLle: কৃষ্ণের মতো সুরম্য অঙ্গের অধিকারিনী সর্বগুনসম্পন্না, সর্বসুলক্ষনা পরম মাধুর্যময়ী ও রতিরসাস্বাদনে অধিকতর আনন্দদ¡নের কৌশলে যাঁদের করায়ও, তাঁরাই Lo·hõi¡ h¡ q¢l¢fu¡ A¢id¡u i¢oaz

হরিপ্রিয়া তথা কৃষ্ণের সুযোগ্য নায়িকাদের দুটি শ্রেনিতে বিভক্ত করা যায়।

kb¡ -

L) üL£u¡

M) flL£u¡

পরকীয়া নায়িকাই শ্রেষ্ঠা।

স্বকীয়া ও পরকীয়া দুই ভেদ হয়।

পরকীয়া রতিশ্রেষ্ঠ রতিশাস্ত্রে কয়।

üL£u¡ e¡¢uL¡: যে নারী শাস্ত্রমতে পানিগ্রহনের বিধি অনুসারে পত্নীরূপে প্রাপ্তা, পতির আজ্ঞানুবর্তিনী, পতিব্রতা ও পতিপ্রেমে অবিচলিতা, তাঁকে স্বকীয়া নায়িকা বলে।

Ec¡qle - l¡¢L£eÉz

১। স্বকীয়া নায়িকা শাস্ত্রসম্মত বিধিমতে পরিগৃহিতা।

২। বৃন্দাবনের ব্রজবালা যারা শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে পতিত্বে বরন করেছেন এবং পতিপ্রেমে ও ধর্মনিষ্ঠায় একাগ্রে তার জন্য a¡l¡J স্বকীয়া নায়িকা বলে পরিচিত।

৩। গান্ধর্বরীতিতে যে ব্রজকুমারীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ স্বীকৃত, তাঁরা স্বকীয়া।

৪। যে সমস্ত নায়িকার সঙ্গে কৃষ্ণের মনোবিনিময় সম্পন্ন হয়েছে, কাম সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, তারা স্বকীয়া নায়িকা রূপে বিবেচিত।

flLÙu¡ e¡¢uL¡: যে সব নায়িকা ধর্মমতে বা সামাজিক অধিকারে পত্নীরূপে স্বীকৃতা না হয়েও ইহকাল পরকালের ভয় না রেখে গভীর অনুরাগে দায়িত্বের নিকট আত্মসমর্পন করে, সেই নায়িকাকে পরকীয়া নায়িকা বলে।

flLÙu¡ e¡¢uL¡ cC fL¡l-

L) LeÉL¡

খ) পরোঢ়া

১। যে সব অবিবাহিতা বা কুমারী ব্রজবালা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রেমলীলায় রত হন, তাঁরা keÉL¡ flLÙu¡ e¡¢uL¡z Bh¡l LeÉL¡ পরকীয়া নায়িকাদের মধ্যে কাত্যায়নীর অর্চনা করে কৃষ্ণের দ্বারা যাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছিল, a¡l¡ deÉ¡ e¡¢uL¡z E < meÙm মনি গ্রন্থের নায়িকা প্রকরনে এঁদের কৃষ্ণবল্লভা বা হরিপ্রিয়া বলা হয়েছে।

২। লৌকিকধর্মে অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী হয়েও যাঁরা গোপনে কৃষ্ণপ্রেমে অনুরক্তা ও পরম মাধুর্যরসে আনন্দদায়িনী, তাঁরা পরোঢ়া flLÙu¡z

পরোঢ়া নায়িকা তিনপ্রকার -

L) p¡defl¡

খ) দেবী

N) ¢eaÉ¢fu¡

সাধনপরা নায়িকা দুটি শ্রেনিতে বিভক্ত -

ক) যৌথিকী

খ) অযৌথিকী।

যৌথিকী: যে নায়িকা আপনজনের সঙ্গে সাধনরতা তাঁকে যৌতিকী বলা হয়। pl¡e J উপনিষদের মতভেদে যৌথিকী তিন প্রকার-

ক) পদ্মপুরান মতে

খ) বৃহৎবামন পুরান মতে

গ) উপনিষদ মতে

ক) পদ্মপুরান মতে: যে সমস্ত দন্ডকারন্যবাসী রামের উপাসনা করতেন এবং রামের সৌন্দর্যদর্শনে মু‡ হয়েছিলেন, কিন্ Ai¢ø লাভ করতে পারেননি, তাঁরা রতিভাবে উদবুদ্ধ হয়ে বৃন্দাবনে গোপীরূপে জeÉ¢Nহন করে কৃষ্ণ প্রেমের রাগানুগা রতিরস আস্বাদন করেন, তাঁরাই যৌথিকী নায়িকা।

খ) বৃহৎবামনপুরান মতে: যে সমস্ত গোপী রসে উৎসবের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগযোগ্য দেহ প্রাপ্তা হন কিন্তু পতিগৃহে অবরুদ্ধ হওয়ায় আনন্দ সম্ভোগ থেকে বঞ্চিত হন। রতিসম্ভোগ বঞ্চিতা হলেও যাঁদের চিত্ত প্রেমের রসাস্বাদনে বঞ্চিত তাঁরাই যৌথিকী e¡¢uL¡z

গ) উপনিষদ মতে: গোপীভাগ্য দর্শন করে যাঁরা কৃষ্ণ প্রাপ্তির সাধনা করেন এবং সেই সাধনা বলে ব্রজধামে গোফি রূপে Se¡গ্রহন করে হরিপ্রিয়া হয়ে ওঠেন, তাঁরাই যৌথিকী নায়িকা। এঁরাই বল্লবী নামে অভিহিত।

অযৌথিকী: গোপীভাবের প্রতি অনুরাগিনী হয়ে যাঁরা সাধনে প্রবৃত্ত হন এবং আগ্রহ ও উৎকন্ঠাবশত যাঁদের রাগানুগা ভজনে গোপীভাব সিদ্ধ হয়, তাঁরাই অযৌথিকী নায়িকা। অযৌথিকী নায়িকা দুই প্রকার -

L) f¡Q¡e¡

M) eh¡e¡

প্রাচীনা অযৌথিকী নায়িকা: যে সমস্ত অযৌথিকী নায়িকারা দীর্ঘকাল কৃষ্ণসান্নিধ্য লাভ করে নিত্য প্রিয়াদের পর্যায়ভুক্ত হয়ে প্রেমরস Bü¡cন করেন, তাঁদের প্রাচীনা অযৌথিকী নায়িকা বলে।

নবীনা অযৌথিকী নায়িকা: যে সমস্ত অযৌথিকী নায়িকারা দেবতা, মনুষ্য বা গন্ধর্ব রূপে জন্মগ্রহন করে ব্রজলীলার রসাস্বাদন করে তাদের নবীনা অযৌথিকী নায়িকা বলে।

দেবী: শ্রীকৃষ্ণ দেব যোনিতে জন্মগ্রহন করেন তাঁর সন্তোষ বিধানের জন্য যে সমস্ত নিত্যপ্রিয়া দেবীরূপে বৃন্দাবনে জন্মনেন করেন। তারাই দেবী অভিধায় ভূষিতা।

¢ea£¢fu¡: যে সমস্ত পরোঢ়া নায়িকার রূপ ও রসানুভূতির যোগ্যতা শ্রীকৃষ্ণের সমতুল্য ছিল, তারাই নিত্যপ্রিয়া অভিধায় অভিষিক্ত। বৃন্দাবনে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ ¢ea£¢fu¡z

l¡d¡l kbq£e pM¡ Q¡lSe- বিশাখা, ললিতা, পদ্মা ও শৈব্যা। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভের আকাঙ্খা থাকায় এঁরা হরিপ্রিয়া বা কৃষ্ণবল্লভা fk¡ui š²z

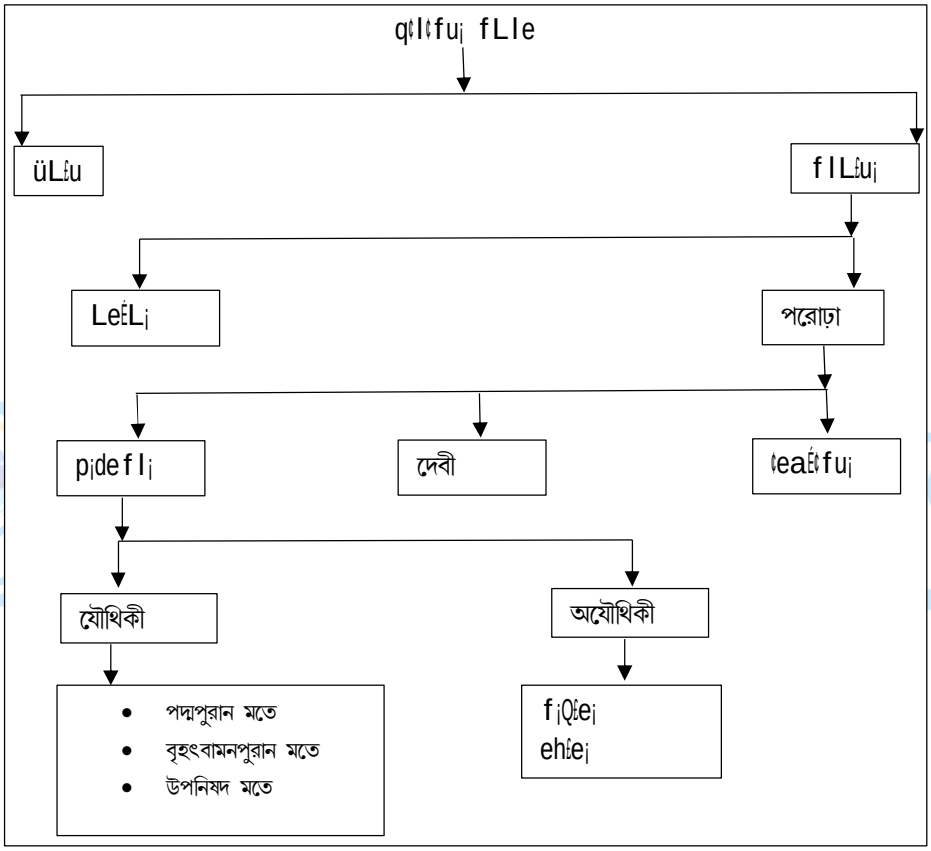

10.2.3. নায়িকাভেদ প্রকরন:

fd¡ea e¡¢uL¡ ¢ae fL¡l

L) üL£u¡

M) flL£u¡

N) p¡d¡le£ h¡ p¡j¡e£¡

üL£u¡ J flL£u¡ e¡¢uL¡ ¢ae fL¡l-

L) j‡¡

M) jd£¡

N) fNm¡i¡

j‡¡ e¡¢uL¡: যে নায়িকার নবীন বয়স ও নব্য কাম, রতিবিষয়ে বাম্য সখীগনের অধীনতা। রতিচেষ্টাসমূহে অতিলজ্জা অথচ গোপনে প্রেমাস্পদের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীলা, প্রিয়তমা অপরাধীহলে রাগ, অভিমান বা অপ্রিয় বচনে ভাৎর্সনা না করে কেবলই সজল নয়নে চেয়ে থাকে, তাঁকেই মু‡া নায়িকা বলে।

j‡¡ e¡¢uL¡l °h¢nøÉ:

1) ehhu¡: Ab¡v বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে যৌবনের আর্বিভাব ঘটে।

2) ehL¡j¡: অর্থাৎ কৃষ্ণের সঙ্গে ক¾র্পে উৎসব রসের প্রস্তাবে মধুর লজ্জায় অবনতমুখী হয়ে আনন্দে মনমালা গাঁথতে মনযোগীনি হয়।

3) l¢ah¡j¡: অর্থাৎ যমুনাতীরে কৃষ্ণকে দেখে রতি বিষয়ে অনাগ্রহী রাধার পলায়ন উদ্যত হওয়া।

4) pM£hn¡: অর্থাৎ সখীর বশবর্তী হয়ে প্রনয় সম্ভোগে বিরত থাকা।

5) ph£s¡l¢a fka¡: রতি বিষয়ে আগ্রহী হলেও লজ্জাজনিত কারনে তা সম্ভোগে করতে না পারা।

৬) রোষ-কৃতবাস্পcj¡e¡: প্রেমিক অপরাধী হলে তাকে ভৎর্সনা না করে রোষবশে ক্রন্দন করা।

7) j¡e¢hjM£: প্রিয়তম অপরাধী হলেও মানিনী হতে e¡ f¡l¡z

8) jÜ£: মৃদুস্ববাবা, প্রিতমের প্রতি অভিমানিনী হলেও নিষ্ঠুর হতে না পারা।

9) A r j¡: প্রিয়তমের প্রতি ক্ষনকালের জন্যও মানে অক্ষম।

jdÉ¡: ¢k e¡¢uL¡l hQন মদন তুল্য, যিনি প্রকাশমান যৌবনে শ্লা0্যা, যাঁহার বাক্য ইষৎ প্রগলভ, সুরত ব্যাপারে মূর্চ্ছা পর্যন্ত সমর্থ এবং মান বিষয়ে যিনি সময়বিশেষে মৃদু এবং অন্য সময়ে কখনো বা কর্কশা তাঁকেই রস শাস্ত্রে ‘মধ্যা’ e¡¢uL¡ hm¡ quz

<u>jdÉ¡ e¡¢uL¡l °h¢nøÉ:</u>

L) pj¡e m ‹ ¡pce¡: e¡য়কের সতৃষ্ণ নেত্রপাতে লজ্জায় বদন অবনত করা আবার নায়ক অন্যদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপন করলে pl¢pS নয়নে চেয়ে থাক¡, m ‹ ¡ J l¢a¢mÃp¡l pjeu p¡dez

M) প্রদ্যোত্তারুন্যশালিনী: কামধনুনন্দিত ভ্রুভঙ্গি ও যৌবন সৌন্দর্যে চিত্তচাঞ্চল্যময়ী।

N) ¢L¢’v fNmihQe¡ h¡ fa£vfæj¢a: পরিস্থিতি অনুযায়ী সংকেতোক্তিতে বুদ্ধিমত্তায় পরিচয় দান।

ঘ) মোহান্ত সুরতক্ষমা: রতিক্লিষ্টা অথচ মূর্চ্ছিতা না হওয়া পর্যন্ত সুরত সম্ভোগে সক্ষমা।

ঙ) মানে কোমলা ও কর্কশা: j¡নবশে নায়িকা কখনো কোমলা কিছুতেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিমুখ হয়ে থাকতে পারেন না।

LLn¡ j¡eju£ e¡¢uL¡ ¢œ¢hd -

L) d£l¡

M) Ad£l¡

N) d£l¡d£l¡

L) d£l¡: যে অভিমানিনী মধ্যা নায়িকা অপরাধী দয়িতকে উপহাসের সঙ্গে বক্রোক্তি করে, তাকে ধীরা বা ধীর মধ্যা নায়িকা বলে। Ec¡qle: n£কৃষ্ণের প্রতি খন্ডিতা রাধা

M) Ad£l¡: যে অভিমানিনী নায়িকা রোষপরবশ হয়ে নিষ্ঠুর বাক্যে দয়িতাকে প্রত্যাখ্যান করে, তাকে অধীরা বা অধীর মধ্যা নায়িকা বলে।

N) d£l¡d£l¡: যে অভিমানিনী নায়িকা অশ্রুতবিমোচন করে প্রিয়তমের প্রতি বক্রোক্তি করে তাকে ধীরাধীরা দা ধীরধীর মধ্যা নায়িকা বলে।

fNmi¡: পূর্নযৌবনা, মাদান্ধা, বিবিধ ভাবোদগমে অভিজ্ঞা, প্রৌঢ়া নায়িকার মতো পটিয়সী, বনেকুশলা, প্রেমকৌশলে, অতিময় যত্নবতী, তীব্র অভিমানিনী, বিপরীত রতিসম্ভোগে উৎসুক যে নায়িকা প্রেমাত্মক রসের দ্বারা বল্লভকে আক্রমন করে, তাঁকে প্রগলভা নায়িকা বলে।

teachinns Text with Technology

fNmi¡ e¡tuL¡l °h¢nøÉ:

- **ক) পূর্নযৌবনা:** পূর্ন তারুন্যের অমৃত সম্পদ উৎসারিত হয়।
- **M) j¡c¡å¡:** রিবংশা পরবশ হয়ে উন্মত্তবৎ আচরন করা।
- **গ) উরুরতোৎসুকা:** রতিক্রিয়ার অতিময় উৎসুক হয়ে নায়িকার নায়কের ভাব ধারন।
- **ঘ) ভূরিভাবোদগম-A¢i ‘¡:** প্রেমাস্পদকে দেখে নায়িকার চিত্তে একই সঙ্গে নানাবিধ ভাবের উদগম।
- **P) lp¡œ²¡¿hõi¡:** যে নায়িকা নায়ককে সর্বদা নিজের আজ্ঞানুবর্তী করে রাখে।
- **চ) সন্ততাশ্রাবাকেশবা:** যে নায়িকার নির্দেশানুসারে নায়ক চলতে আগ্রহন্বিত হয়।
- **R) ü¡d£e iaL¡:** Ù¡e-কাল অবস্থা বিশেষে নায়ক নিজে থেকেই যে নায়িকার নির্দেশানুবর্তী হয়।
- **জ) অতিপ্রৌঢ়রোক্তি:** পৌঢ়া অভিভাবিকার ন্যায় যে নায়িকা ভীতি প্রদর্শন করে ও নায়কের প্রতি শাসন বাক্য প্রয়োগ করে।
- **ঝ) অতিপ্রৌঢ় চেষ্টা:** এক প্রিয়তমা নায়িকার সম্মুখে অন্য এক প্রিয়তমা নায়িকার প্রশংসা করে তার চিত্তে সম্ভোগ লিপ্সা জাগিয়ে তুলে প্রনয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপভোগ করা নায়কের এক কুশলী প্রয়াস।
- **ঞ) মানে অত্যন্ত কর্কশা:** নায়কের করুন মিনতি ও খেদোক্তি সত্ত্বেও মানভঞ্জন না হওয়া।

j¡¢eeÉ fNmi¡ e¡tuL¡ ¢ae fL¡l-

L) d£lfNmi¡

M) Ad£l fNmi¡

N) d£ld£l fNmi¡

- **d£lfNmi¡:** যে প্রগলভা মানিনী নায়িকা আদরান্বিতা হলেও প্রেমত্মক আকার ইঙ্গিত সংগোপন করে নায়কের অনুরোধ এড়িয়ে যান এবং সুরত সম্ভোগে উদাসীন হন, তাকে ধীর প্রগলভা নায়িকা বলে।
- **Ad£l fNmi¡:** যে প্রগলভা মানিনী নায়িকা ক্রোধ ভরে নায়ককে নিষ্ঠুরভাবে তাড়না ও তিরস্কার করেন, তাকে অধীর প্রগলভা বলে।
- **d£l¡d£l fNmi¡:** যে প্রগলভা মানিনী নায়িকা অশ্রুমোচন করে প্রিয়তমের প্রতি বক্রোক্তি করে, তাকে ধীরাd£l fNmi¡ বলে।

জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠাভেদে e¡tuL¡ cC fL¡l-

ক) জ্যেষ্ঠা নায়িকা

M) L¢eù¡ e¡tuL¡

- **জ্যেষ্ঠা নায়িকা:** যে নায়িকা প্রতি নায়কের সমধিক প্রীতি তাকে তাকে জ্যেষ্ঠা বলে। জ্যেষ্ঠা দ্বিবিধ মধ্যাজ্যেষ্ঠা ও প্রগলভা জ্যেষ্ঠা।
- **L¢eù¡ e¡tuL¡:** যে নায়িকার প্রতি নায়কের প্রীতি তুলনায় কম থাকে তাকে কনিষ্ঠা নায়িকা বলে। কনিষ্ঠা নায়িকা ¢hd jd£¡ L¢eù¡ J fNmi¡ L¢eù¡z

p¡d¡le¢ h¡ p¡j¡eÉ¡: যে নায়িকা কেবলমাত্র দ্রব্য বা অর্থ লাভের প্রত্যাশায় নির্গুন বা গুনবান নির্বিশেষে যে কোনো নায়কের সঙ্গে রতিক্রিয়ায় রত হয়, তাকে সাধারনী বা সামান্য নায়িকা বলে।

e¡tuL¡l Aù¡hÙ¡ -

শ্রীরূপ গোস্বামীর তাঁর উজ্জ্বলনীলমনি গন্থে নায়িকাl Aù¡hÙ¡ বর্ননা করেছেন-

"A¢ip¡¢lL¡ h¡pLp‹¡ Bl EvL¢ãa¡,
M¢äa¡, ¢hfmì J Lmq¡¿¢la¡,
প্রোষিতভর্তৃকা আর স্বাধীনভর্তৃকা।
এই অষ্ট অবস্থাতে রহয়ে নায়িকা’

1z A¢ip¡¢lL¡: যে নায়িকা কান্ত অর্থাৎ নায়ককে অভিসার করান বা স্বয়ং অভিসার করেন, তাঁকে অভিসারিকা বলা হয়। অভিসারিকা দুপ্রকারের-

ক) জ্যোৎস্নাভিসারিকা

M) ajp¡¢ip¡¢lL¡

জ্যোৎস্না ও তমসী রাত্রে এরা তদনুরুপ বেশ ধারন করে।

2z h¡pLp¢ ‹ L¡: কামক্রীড়ার সংকল্প করে যে নায়িকা নায়কের আগমন প্রতীক্ষায় তাঁর অভিলাষ অনুসারে কুঞ্জ ভবনে নিজেকে ও বাসগৃহ সুসজ্জিত করে রাখে, থাকে বাসকসজ্জিকা বলা হয়।

3z EvL¢ãa¡ -

বহুক্ষন যাবৎ প্রিয়তম না এলে প্রতীক্ষারত নায়িকার চিত্ত উৎসুক হয়ে ওঠে, হৃদয়ের উত্তাপ বৃদ্ধি পায় ও অকারনে চোখের জল মুছতে থাকে, তাকে উৎকণ্ঠিতা বলা হয়।

EvL¢ãa¡ e¡¢uL¡ BV fL¡l, kb¡ - Ee¡¡š¡, ¢hLm¡, Ùìt, চকিতা, অচেতনতা, সুQM¡vL¢ãa¡z

4z M¢äa¡ -

প্রতীক্ষারত নায়িকার কাছে না এসে নায়ক অন্য নায়িকার সঙ্গে রাত্রিযাপন করে সম্ভোগচিহ্ন অঙ্গে ধারন করে পরদিন প্রভাতে এসে উপস্থিত হলে সেই প্রতীক্ষারত নায়িকাকে খন্ডিতা বলা হয়।

5z ¢hfmì -

নির্দিষ্ট সংকেত করা সত্ত্বেও নায়ক সংকেত স্থানে না এলে মর্মাহত ও বেদনার্ত নায়িকাL ¢hfmì hm¡ quz

রসমঞ্জরীতে বিপ্রলব্ধ নায়িকা আট প্রকার। যথা - নির্বন্ধা, প্রেমমত্তা, ক্লেশা, বিনীতা, নিন্দিয়া, প্রখরা, দূত্যা ও চর্চিতা।

6z Lmq¡¿¢la¡ -

সখীদের উপস্থিতিতে পাদপতিত নায়ককে রোষ ভরে প্রত্যাখ্যান করে যে নায়িকা কৃতকর্মের জন্য পরিতাপ করে; তাকে কলহান্তরিতা বলা quz Lmq¡¿¢la¡ BV fL¡l - kb¡ - আগ্রহন্বিতা, ধীরা, অধীরা, কোপবতী, সখ্যুক্তিL¡, pj¡cl¡ J j‡¡z

7z প্রোষিতভর্তৃকা -

প্রিয়দয়িত দূর দেশে গেলে বিরহ বিধুরা যে নায়িকা দয়িতের পথ চেয়ে বসে থাকে, তাকে প্রোষিতভর্তৃকা বলে।

8z ü¡d¢eiaL¡ -

দয়িত যার অধীন হয়ে সর্বদাই আয়ত্তে থাকে, সেই নায়িকাকে স্বাধীনভর্তৃকা বলা হয়।

পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী অনুযায়ী স্বাধীনভর্তৃকা আট প্রকার। যথা - কোপনা, মালিনী, মধ্যা, মু‡া, উত্তমা, উল্লাসা, অনুকূলা ও অভিষেকা। প্রেমবশ হয়ে দয়িত যদি কোনো নায়িকাকে ক্ষনকালের জন্যও পরিত্যাগ করতে না পারেন, তবে সেই স্বাধীনভর্তৃকাকে মাধবী বলে।

q¡ø¡ -

এই আট প্রকার নায়িকার মধ্যে তিন প্রকার নায়িকা হৃষ্টা। যথা - স্বাধীনভর্তৃকা, বাসকসজ্জিকা ও অভিসারিকা। এরা সন্তুষ্টচিত্ত ও বেশভূষা j¢äaz

¢Mæ¡ -

বিপ্রলব্ধ, খন্ডিতা, কলহান্তরিকা, উৎকণ্ঠিতা ও প্রোষিতভর্তৃকা এই পাঁচ প্রকার নায়িকা খিন্না। এঁরা ব্যথিত ও সন্তপ্ত।

- প্রেমের তারতম্য অনুযায়ী এই অষ্ট নায়িকা তিনটি শ্রেনিতে বিভক্ত - kb¡ -

(L) Ešj¡

(M) jdÉj¡

(N) L¢eù¡

(L) Ešj¡ -

নায়কের প্রতি নায়িকা যদি সমভাবাপন্ন হয়, তবে সেই নায়িকাকে উত্তমা বলা হয়।

(M) jdÉj¡ -

দূরপনেয় মান যার অন্তরে অত্যন্ত প্রবল হয়, এবং দয়িতের আর্তি সত্ত্বেও যে দূরে সরে যায়, তাকে মধ্যমা বলা হয়।

(N) Lteù¡ -

মিলন বিষয়ে মন্থরতার দ্বারা নায়িকার নায়ক - প্রীতির স্বল্পতা সূচিত হলে সেই নায়িকাকে কনিষ্ঠা বলা হয়।

LeÉL¡ phc¡C j‡I হয়। এর কোন বিভাগ নেই। স্বকীয়া ৭, পরোঢ়া ৭ এবং কন্যকামুÊI ১ মিলে মোট নায়িকা প'cnz HC f'cn নায়িকার অভিসারাদি আটটি অবস্থাভেদে ১২০ টি শ্রেনিতে বিভক্ত। এই সব নায়িকা আবার উত্তমা, মধ্যমা, কনিষ্ঠা ভেদে ৩৬০ প্রকার হয়। সুতরাং 'উজ্জ্বলনীলমনি' গ্রন্থ অনুসারে নায়িকা ৩৬০ প্রকারের হয়।

দূতীভেদ -

নায়কের যেমন প্রনয় বিষয়ে সহায় থাকে তেমনি নায়িকাদের দূতী থাকে।

পূর্বরাগাদি অবস্থায় নায়কের সঙ্গে (অর্থাৎ কৃষ্ণের সঙ্গে) নায়িকাদির মিলন বিষয়ে প্রস্তাব বা বক্তব্য উপস্থাপনে যে সহায়তা করে তাকে দূতী বলে।

দূতী দু প্রকারের -

(L) üuwcaÉ

(M) BçcaÉ

(L) üuwcaÉ -

অনুরাগে বিমোহিতা হয়ে স্বয়ং দয়িতের কাছে প্রস্তাব বা বক্তব্য উপস্থাপন করলে তাকে স্বয়ংদূতী বলে।

(M) BçcaÉ -

যে দূতী প্রানান্তে বিশ্বাসভঙ্গ করে না, স্নেহশীলা ও বাক্যনিপুনা তাকে আপ্তদূতী বলা হয়।

BçcaÉ tae fL¡l - kb¡-

1z AtjaÉb¡

2z tepøÉb¡

3z fœq¡lÉz

10.2.4 - শৃঙ্গারভেদ প্রকরন

শৃঙ্গার অর্থাৎ মধুর বা উজ্জ্বল রসের দুটি বিভাগ -

(L) thfmñ

(খ) সম্ভোগ

(L) thfmñ n‰¡l -

নায়িকা ও নায়কের সংযুক্ত বা বিযুক্ত অবস্থায় পরস্পরের অভীষ্ট আলিঙ্গনাদির অপ্রাপ্তিতে যে ভাব প্রকৃষ্ট রূপে প্রকটিত হয়, তাকেই "thfmñ' hm¡ quz

thfmñ Q¡l fL¡l -

1z fhl¡N

2z j¡e

৩। প্রেম বৈচিত্র

4z fh¡p

1z fhl¡N -

মিলনের পূর্বে শ্রবণজনিত পূর্বরাগ ৫ প্রকার ও দর্শনজাত পূর্বরাগ ৩ প্রকার।

nhZStea fhl¡N -

i) দূতীমুখে শ্রবণ

ii) সখীমুখে শ্রবণ

iii) সঙ্গীতে শ্রবণ

iv) বংশীধ্বনিতে শ্রবণ

v) ভাটমুখে শ্রবণ

cneSl¢ea fhl¡N -

i) p¡r¡v cne

ii চিত্রপটে দর্শন

iii) স্বপ্নে দর্শন

fhl¡N¡¢cl l¢a ¢œ¢hd -

(ক) প্রৌঢ়

(M) pj”p

(N) p¡d¡lez

(L) প্রৌঢ় রতি -

pjb l¢al স্বরূপকে প্রৌঢ় বলা হয়।

প্রৌঢ় পূর্বরাগে নায়িকার দশটি দশা। যথা -

i) m¡mp¡ - অভীষ্ট লাভের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা মনে জন্মে।

ii) উদ্বেগ - মনের চঞ্চলতার অপর নাম।

iii) S¡Nk¡ - নিদ্রাহীনতাকে জাগর্যা বলে।

iv) a¡eh - ae Lna¡l e¡j a¡ehz

v) Ssa¡ - ভালোমন্দের জ্ঞান লোপ পায়।

vi) hÉNa¡ - জল থেকে মাছ তুললে জলে ফেরার যে আকুতি, শ্যামের প্রতি রাধারও সেই আকুতিকেই ব্যগ্রতা বলা হয়।

vii) hÉ¡¢d - A i¢ø ¢pÜ e¡ qJu¡u hÉ¡¢dl p¢ø quz

viii) Ee¡¢c - লোকলজ্জা ভয়হীন ভাবে উন্মাদিনীর মতো ছুটে বেড়ানো।

ix) মোহ - প্রিয় দয়িতের জন্য মোহাবিষ্ট হয়ে গুরুবাক্য লঙ্ঘন করায় বিবেক দংশনে জর্জরিত হওয়া।

x) ja£ - অভীষ্ট সিদ্ধ না হলে কন্দর্পবানের পীড়নে নায়িকা অনেক সময় মরনের উদ্যোগ করে।

(M) pj”p l¢a -

মিলনের পূর্বে নায়িকার চিত্তে যে উদ্দীপন সঞ্চারিত হয়, সেই ভাবরসকেই সমঞ্জস বলে।

সমঞ্জস পূর্বরাগের দশটি দশা -

i) A¢i m¡o

ii) ¢Q¿¡

iii) Øj¢a

iv) ...eL£ae

v) উদ্বেগ

vi) ¢hm¡f

vii) Ee¡¢c

viii) hÉ¡¢d

ix) Ssa¡

x) j¢a

(N) pjdjle lta -

অতি কোমল কামতন্ত্র চিন্তাদিতে চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটে না বলে এই রতিকে সাধারন রতি বলে। সাধারন রতির ৬টি দশা।

i) A¢imjo
ii) ¢Q¿j
iii) Øjta
iv) ...eL£ae
v) উদ্বেগ
vi) ¢hmjf

2) jje -

পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত নায়ক - ejuLjl hj¢"a B¢m‰e, feu pñjoe J c¢øh¢eju যে মনোভাবের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাকে মান বলে।

jje cC fLjl - ক) সহেতু মান
খ) নির্হেতু মান

L) pহেতু মান -

যেখানে মনের কোন কারন বা হেতু থাকে, তাকে সহেতু মান বলে।

রুপ গোস্বামীর মতে সহেতুক মান দুই প্রকার - najje
Ae¢jajje

najje -

pME hj শুকমুখে দয়িতের দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী নায়িকার রুপ ঐশ্বর্যের প্রশংসা শুনলে নায়িকাচিত্তে যে মান হয়, তাকে শ্রুত মান hmj quz

Ae¢ja jje -

Ae¢ja jje ¢ae fLjl - ভোগাঙ্ক, গোত্রাস্খলন, স্বপ্নদর্শনজনিত মান।

M) নির্হেতু মান -

প্রনয়ের বিলাস জনিত বৈভবহেতু অকারনে নায়ক - নায়িকার চিত্তে যে মানের উৎসার ঘটায় তাকে নির্হেতু মান বলা হয়। নির্হেতু মান ত্রিবিধ - লঘু, মধ্য ও মহিষ্ট বা জ্যেষ্ঠ।

- **jjei"e -**

  সহেতু মান ভঞ্জনের উপায় হল সাম, ভেদ, ক্রিয়া, দান, নতি, উপেক্ষ ও ভয়।

3) প্রেমবৈচিত্ত্য -

প্রেমের উৎকর্ষহেতু প্রিয়তমের কাছে থেকেও মনে যে বিচ্ছেদভাব জাগে, তাকেই প্রেমবৈচিত্ত্য বলে। বৈচিত্ত্য শব্দের অর্থ ¢hqmaj hj hÉjLmajz

4) fhjp -

মিলনের পর নায়ক - নায়িকার মধ্যে দেশান্তর জনিত ব্যবধান ঘটলে মনে যে শৃঙ্গার যোগ্য ব্যভিচার ভাবের উদয় হয়, তখন তাকে প্রবাস বলা হয়।

fhjp cC fLjl - L) h¢ÜfhL fhjp
M) Ah¢ÜfhL fhjpz

h¢ÜfhL fhjp -

নিজ কার্যানুরোধে স্থানান্তরে গমনকে বুদ্ধিপূর্বক প্রবাস বলে। বুদ্ধিপূর্বক প্রবাস দ্বিবিধ - ¢L¢'Ÿl fhjp J pcl fhjpz

Ah¢ÜfhL fhjp -

পরতন্ত্র বা পরের কার্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমনকে অবুদ্ধিপূর্বক প্রবাস বলে। উদা - কংসনিধনের জন্য কৃষ্ণের মথুরা গমন।

- **সম্ভোগ শৃঙ্গার**

ejuL - ej¢য়কার পারস্পরিক দর্শন ও আলিঙ্গনাদির অনুকূল পরিবেশ সংঘটিত হলে রতি আস্বাদনের অনির্বচনীয় উল্লাসকে সম্ভোগ বলা হয়।

সম্ভোগ দুই প্রকার -

i) মুখ্য সম্ভোগ
ii) গৌন সম্ভোগ।

মুখ্য সম্ভোগ -

জাগ্রত অবস্থায় দর্শন ও আলিঙ্গনাদির আরোহমান উল্লাসভাবকে মুখ্যসম্ভোগ বলা হয়। মুখ্য সম্ভোগ চার প্রকার।

i) pw¢rç
ii) p^¢e
iii) pÇfæ
iv) pj¢Üjjez

গৌন সম্ভোগ -

স্বপ্নে নায়কের সঙ্গে নায়িকার যে সম্ভোগরস আস্বাদন করে তাকে গৌন সম্ভোগ বা স্বপ্ন সম্ভোগ বলা হয়। jখ্য সম্ভোগের মতো pw¢rç, pwL¢e, pÇfæ J pj¢Üjje Q¡lfL¡l - উপভোগ্যতা অর্জন করেছে।

abÉ

- শ্রীরূপ গোস্বামীর দুটি গ্রন্থ -
  i) i¢š²lpjja¡¢på
  ii) E < me¢mj¢e
- jdl l¢al 7¢V i¡N - প্রেম, স্নেহ, মান, প্রনয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব ও মহাভাব।

'প্রেম' হল প্রীতির মূল। প্রেমে হৃদয় দ্রবীভূত হলে দ্বিতীয় পর্যায় 'স্নেহ' উৎপন্ন হয়। হৃদয়ের প্রেমে ঔদাসীন্যজনিত আক্ষেপের ফলে 'মান' উৎপন্ন হয়। বিশ্বস্ততার দ্বারা প্রেম 'প্রনয়ে' পরিনত quz প্রেমের বেদনা আনন্দে রূপান্তরিত হলে বলে 'রাগ'। প্রেম নব নব হৃদয়ে আলোড়িত হলে 'অনুরাগ'। গভীর অনুরাগের ফলে হৃদয়ে যা উপলব্ধ হয়, তা হল 'ভাব' বা 'মহাভাব'।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'উজ্জ্বলনীলমনি' কিরন নামে 'উজ্জ্বলনীলমনি' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ দিয়েছেন।

- 'Vaishnava Literature of Mediaeval Bengal' গ্রন্থের রচয়িতা দীনেশচন্দ্র সেন।
- 'উজ্জ্বলনীলমনি' গ্রন্থের ভাষা সংস্কৃত।
- শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে ২৭ শে ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহন করেন এবং তাঁর তিরোধান হয় ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে ২৯ শে জুন।
- মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষাগ্রহন করেন।

NET - JUN – 2019

1. "উজ্জ্বলনীলমনি'র পাঠ্য অংশগুলি থেকে কয়েকটি মন্তব্য দেওয়া হল। সেগুলির শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে প্রদত্ত সংকেত থেকে ¢WL EJl¢V ¢Q¢q²a Ll¦e :

a) উজ্জ্বলনীলমনির নায়কভেদ প্রকরন অনুযায়ী সর্বসাকুল্যে নায়ক হল 96 fL¡lz
b) q¢l¢fu¡ fLle Aek¡u£ flL£u¡ e¡¢uL¡ ¢ae fL¡lz
c) নায়িকাভেদ প্রকরন অনুযায়ী e¡¢uL¡l pwMÉ¡ 360 fL¡lz
d) উজ্জ্বলনীলমনিতে তিন প্রকার প্রবাস এর কথা বলা হয়েছে।

সংকেত :-

	a	b	c	d
L)	öÜ	AöÜ	öÜ	AöÜ
M)	öÜ	öÜ	öÜ	AöÜ
N)	AöÜ	AöÜ	öÜ	öÜ
O)	öÜ	öÜ	AöÜ	AöÜ

2. 'উজ্জ্বলনীলমনি'র হরিপ্রিয়া প্রকরন অবলম্বনে একটি মন্তব্য ও তার সাপেক্ষে যুক্তির শুদ্ধতা বিচার করে সংকেত থেকে ¢WL EJl¢V ¢ehj¡Qe Ll¦e :

j¿hÉ : বৃন্দাবনে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীই কেবল শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়া।

k¢š² : কেননা এঁদের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বেশি সৌন্দর্য ও বৈদ‡É¡¢c ...e haj¡ez

সংকেত :-

L) j¿hÉ J k¢š² cC-C ¢ü
M) j¿hÉ J k¢š² cC-C AöÜ
N) j¿hÉ öÜ ¢L¿ k¢š² AöÜ
O) j¿hÉ AöÜ, ¢L¿ k¢š² öÜ

3. 'উজ্জ্বলনীলমনি'র শৃঙ্গারভেদ প্রকরন অবলম্বনে একটি মন্তব্য ও তার সাপেক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছে।

j¿hÉ : বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের পুষ্টিকর বা উন্নতিকারক নয়।

k¢š² : কেননা নায়ক - নায়িকার অসমাগমন নিমিত্ত রতি নামক ভাব উৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত হলেও বিপ্রলম্ভে তা অভিষ্ট সিদ্ধ করতে পারে না।

সংকেত :-

L) j¿hÉ J k¢š² cCC öÜ
M) j¿hÉ J k¢š² cCC AöÜ
N) j¿hÉ öÜ ¢L¿ k¢š² AöÜ
O) j¿hÉ AöÜ ¢L¿ k¢š² öÜz

teachinns Text with Technology

Answer

Sl. No	Answer
1.	L
2.	M
3.	N

teachinns
Text with Technology

NET - DEC – 2019

4. ‘উজ্জ্বলনীলমনি’ গ্রন্থের নায়কভেদ প্রকরন অনুসারে নীচের দুটি তালিকায় নায়কের শ্রেনি এবং তাদের বৈশিষ্ঠ্য দেওয়া qm:-

fbj a¡¢mL¡	¢àa£u a¡¢mL¡
a) ধীরোদাত্তানুকূল	i) AqwL¡l£, j¡vpkkš²
b) d£In¡¿¡eLm	ii) f¢lq¡pl¢pL, ¢e¢ÕQa
c) ধীরোদ্ধতানুকূল	iii) pctha, Nñ£l
d) d£lm¢ma¡eLm	iv) বিবেকে, ক্লেশ সহিষ্ণু

সংকেত :-

	a	b	c	d
L)	ii	i	iv	iii
M)	iii	iv	i	ii
N)	iv	iii	ii	i
O)	iii	ii	iv	i

teachinns Text with Technology

Answer

Sl. No	Answer
1.	0

teachinns
Text with Technology

Sub Unit - 3

পোয়েটিক্স
AÉ¡¢lØVVm

খ্রিস্ট জন্মাবার তিনশ সাতাশ বছর আগে অ্যারিস্টটলের এক ছাত্র দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ভারতবর্ষের বেশ কিছু অংশ তাঁর অধিকারভুক্ত হয়েছিল এবং শতাধিক বছর ধরে গ্রীকরা রাজত্ব করেছিলেন। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরেও চার বছর অ্যারিস্টটল জীবিত ছিলেন। এই সূত্র ধরেই কাব্যতত্ত্বের সঙ্গে ভারতবর্ষের নিবিড় যোগ গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্বের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে ঊনবিংশ শতকে ইংরেজদের হাত ধরে। ১৮৯৫ সালে সামুয়েল বুচারকৃত AÉ¡¢lØVVলের অনুবাদ ও ভাষ্য প্রকাশিত হলে তা বিশ্ববিদ্যালয় নির্ভর পড়াশুনার মধ্য দিয়ে শিক্ষিত জনমানসে পরিচিতি লাভ করে। আথেন্সে একটি চতুষ্পাঠীতেই কাব্যতত্ত্ব পাঠ্যপুস্তকরূপে আবির্ভূত হয়েছিল। অ্যারিস্টটলের 'কাব্যতত্ত্ব' বই এর খসড়া মাত্র। এর মধ্যে আছে পরিভাষার অসঙ্গতি, চিন্তার অসংলগ্নতা, শব্দপ্রয়োগে উদাসীনতা এবং বহুক্ষেত্রে স্মৃতি বিভ্রমের চিহ্ন। তার কারন হল সম্ভবত টুকরো টুকরো ভাবে এর বিভিন্ন অংশ লেখা হয়েছিল, কখনও অনুচ্ছেদের আকারে, কখনও পরিচ্ছেদের আকারে, কখনও সংক্ষিপ্ত বাক্যে। কাব্যতত্ত্বের মূল গ্রীক সংস্করন প্রকাশিত হয় ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে, কিন্তু তার দশ বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল জর্জ ভাল্লে¡l mÉ¡¢Ve অনুবাদ। অর্থাৎ কাব্যতত্ত্বের গ্রীকরূপ প্রথম প্রকাশিত হবার সৌভাগ্য পায়নি। যে গ্রীক পুঁথিটি কাব্যতত্ত্বের আদর্শ পুঁথিরূপে গৃহীত, তাকে বলা হয় পারী পান্ডুলিপি, দ্বাদশ শতাব্দীর লেখা। কাব্যতত্ত্বের ¢hn¢hna সম্পাদক বেকের, রিটার, ভাহলেন কিংবা বাইওয়াটার তাঁরা সকলেই এই পান্ডুলিপি ব্যবহার করেছেন। প্রাচীনতম একাদশ শতাব্দীর আরবী অনুবাদটি অধ্যাপক মার্গোলিউথ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন।

abÉ -

- অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিক্স' 26 ¢V AdÉ¡u H ¢hiš² -

১। অনুকরনের মাধ্যম
২। অনুকরনের বিষয়
৩। অনুকরনের পদ্ধতি
৪। কাব্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ
৫। কমেডির উদ্ভব (মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডি)
৬। ষড়ঙ্গশিল্প ট্র্যাজেডি (ষড়ঙ্গের আপেক্ষিক গুরুত্ব)
7z L¡¢qeÉl NWe
8z L¡¢qeÉl lLÉ
৯। ইতিহাস ও কাব্য (বিভিন্ন শ্রেনির কাহিনী)
10z plm J S¢Vm L¡¢qeÉ
11z ¢hfaÉfa¡ J EcO¡Ve
১২। ট্র্যাজেডির বহিরঙ্গ
১৩। ভাগ্যের পরিবর্তন (আদর্শ কাহিনী)
14z Ll¦e¡ iu
16z Q¢lœ lQe¡ (A¢afiLa Q¢lœ lQe¡l Bcn)
১৭। প্রেরনা (কাহিনী ও উপকাহিনী)
১৮। গ্রন্থিমোচন ও গ্রন্থিবন্ধন (চার রকমের ট্র্যাজেডি, ট্র্যাজেডির গঠন, কোরাস)
19z l¢a J A¢i f¡u
২০। ভাষা বিচারের প্রাথমিক সূত্র
২১। কবিভাষা (বিশেষ্যের ¢m‰)
22z lQe¡ l¢a

23z jq¡L¡h£

২৪। মহাকাব্যের শ্রেনি (মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডির দৈর্ঘ্য, মহাকাব্যের ছন্দ, কবিরভূমিকা, চমৎকার, উপন্যাস, মন্থরতা)

২৫। কাব্যের সমালোচনা

২৬। মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডি।

- প্লেটোর শ্রেষ্ঠ শিষ্য অ্যারিস্টটল।
- অ্যারিস্টটলের মতে অনুকরনের বিষয় হল - j¡eo J a¡l ¢œ²u¡z
- অ্যারিস্টটলের মতে শিল্পের মূল কথা - মাইমেসিস।
- A£¡¢lØVVm a¡l 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ট্র্যাজেডির ৬ টি উপাদান বা ষড়ঙ্গের কথা আলোকপাত করেছেন।
- এই ছয়টি উপাদানের মধ্যে তিনটি অন্তরঙ্গ এবং তিনটি বহিরঙ্গ উপাদান।
- A¿l‰ Ef¡c¡e ¢aeV qm -

(i) fV h¡ L¡¢qe£

(ii) Q¢lœ

(iii) A¢i f¡u h¡ i¡he¡

- h¢ql‰ Ef¡c¡e ¢aeV qm -

(i) lQe¡l¢a

(ii) pwN£a

(iii) cn£p < ¡

- স্মৃতিগত উদ্‌ঘাটনকে অ্যারিস্টটল শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলেছেন।
- ক্রোচে 'মাইমেসিস' শব্দের অর্থ 'ইটুইশন' গ্রহন করেছেন।
- সিসিলিতে কমেডির প্রথম আবির্ভাব।
- ট্র্যাজেডির উদ্ভব গ্রীস দেশে।
- দশম শতক থেকেই ইংরেজী সাহিত্যে ট্র্যাজেডি লেখা হয়।
- অষ্টাদশ শতাব্দীতে গদ্যে লেখা ট্র্যাজেডি পাওu¡ k¡uz
- বাংলায় প্রথম ট্র্যাজেডি জি.সি.গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস'
- গ্রীস দেশে প্রথম ট্র্যাজেডি লেখেন হোসপিস।
- অ্যারিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডি চার প্রকার।
- কাহিনীকে ট্র্যাজেডির আত্মা বলা হয়। আর সংগীত হল প্রীতিকর উপাদান।
- ট্র্যাজেডির সূত্র নিহিত আছে সতুর নাটকে।
- অ্যারিস্টটলের 'কাব্যতত্ত্বের' f¡Q£e f¡ä¢m¢f Blh£ i¡o¡u l¢Qaz

- অ্যারিস্টটলের ‘কাব্যতত্ত্ব’ ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে মূল গ্রীক ভাষায় প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।
- গ্রীক ভাষায় ‘কাব্যতত্ত্ব’ গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বেই ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল।
- কাব্যউদ্ভবের মূলে অ্যারিস্টটল দুটি কারনের কথা বলেছেন -

L) j¡eo AeLle¢fu S£h

খ) মানুষ অনুকরনাত্মক কাজে আনন্দ পায়।

- অ্যারিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডির নায়কের ভাগ্যবিপর্যয়ের মূল কারন ‘হামারতিয়া’ যার অর্থ - BQle J ¢pÜ¡¿ গ্রহনে ত্রুটি।
- ট্র্যাজেডির দুটি উপাদান সংগীত ও দৃশ্য মহাকাব্যে নেই।
- গ্রীক শব্দ ক্যাথারসিস ‘কাব্যতত্ত্বে’ ষষ্ঠ অধ্যায় ও সপ্তদশ অধ্যায়ে দুবার ব্যবহৃত হয়েছে।
- পারগেশন পন্থীদের মধ্যে আছেন মিল্টুর্নো, মিলটন, টোয়াইনি, টিরিট, জেকব, বার্নেস প্রমুখ ভাষ্যকারবৃন্দ।
- পিউরিফিকেশন্ পন্থীদের মধ্যে আছেন কস্তেলভেত্রো, উনিশ শতকের টেলর, বুচার, প্রমুখ।
- ক্লারিফিকেশনের প্রবক্তা হলেন জে.এলস।
- অ্যারিস্টটল তাঁর ‘পোয়েটিক্স’ গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে কোরাস সম্পর্কে আলোক পাত করেছেন।
- পারোদ - কোরাসের প্রথম উক্তি।
- প্রোলগ - কোরস শুরুর আগের ঘটনা।
- এপেইসোদ - দুটি কোরাসের মধ্যবর্তী অংশ।
- স্তাসিমোন - কোরাস শুরু ও শেষের মধ্যবর্তী গানগুলি।
- কোমোস - কোরাস দলের ও অভিনেতার সমবেত শোক সংগীত।
- এক্সোদ কোরাসের ভাগ নয়।
- pal নাটকের প্রথম সার্থক রচয়িতা প্রাতিনাস।
- গ্রীসের প্রাচীনতম ট্র্যাজেডির রচয়িতা - C¢úm¡pz
- সোফেক্লস মোট সাতটি নাটক লিখেছেন সেগুলি হল - ‘ওয়াদিপৌস’, ‘তেরেউস’, ‘আন্তিগোনে’, ‘পথিওতিদেস’।
- হক্সিলাস সাতটি নাটক লেখেন। ‘এউরিপিদিস’, ‘মেদেয়া’, ‘ইফিগোনিয়া’, ‘প্রমিথেউস বাউন্ড’ CaÉ¡¢cz
- অ্যারিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডির কালসীমা - সূর্যের একটি আবর্তন।
- পেরিপেটিয়া (Peripetia) nëÙl Ab - f¢le¡jz
- অনুকরনের (ইমিটেশন) ধারা বা উপাদান হল ৩টি।
- “সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আর্শি নহে” ⟶ lh£ce¡b W¡LIz
- “কোনো কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরন নহে” ⟶ lh£ce¡b W¡LIz

- “নাট্যশালা হাসপাতাল নহে” - mL¡pz
- কাব্যসত্যকে প্রকৃত অপেক্ষা ‘অধিকতর সত্য’ বলেছেন - Ih%ce¡b W¡LIz
- "e¡VÉn¡m¡ ¢n r¡uae eu' - h¡CJu¡V¡Iz
- “গল্প কবিতা নাটক নিয়ে বাংলা সাহিত্যের ১৫ আনা আয়োজন, অর্থাৎ ভোজের আয়োজন শক্তির আয়োজন নয়” - (Ih%ce¡b W¡LI)z
- “শিক্ষা গ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে শৌখিন লোকে শখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে, কিংবা সে আগাছাও নয় সে মাঠে ঘাটে নিজের পুলকে নিজেই কন্টকিত হইয়া উঠিবে”- (Ih%ce¡b W¡LI)z
- ‘কাব্য হল অনুকরনের অনুকরন’ - প্লেটো।
- "paÉ qm La...¢m i¡h h¡ BC¢Xu¡, h¡Ùh SNva¡I AeLIe h¡ f¢agme' ⟶ প্লেটো।
- ‘কাব্যের অনুকরনকে দর্পনের প্রতিবিম্বিত চিত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন’ ⟶ প্লেটো।
- ‘শিল্প বাস্তব জগতের অনুকরন’ - AÉ¡¢IØVVmz
- ‘Art is imitation’ - AÉ¡¢IØVVmz
- ‘Art is imitates nature’ - AÉ¡¢IØVVmz
- ‘Literature is criticism in life’ - ম্যাথুআর্নল্ড।
- “Here evidently, is the Encyclopaedia Britannica of Greece” - ECm XI¡%Vz
- “Poor Aristotle an god ! he is a roi faineant, a do nothing, "The king reigns, but he does not rule'- ECm XI¡%Vz
- “Socrates gave philosophy to mankind and Aristotle gave it Science” - রেনান্।
- “Poetry is an emotion delight, it's end ..... is to give pleasure” - AÉ¡¢IØVVm
- ‘Poetry and Poet Diction’ - Ju¡XpJu¡bz

teachinns Text with Technology

NET - JUN - 2019

1. অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিক্স' অবলম্বনে কয়েকটি মন্তব্য দেওয়া হল। শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্দেশ LI¦e-

(a) 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে ভাষা নিয়ে আলোচনা আছে ২০, ২২ ও ২৫ পরিচ্ছেদে।

(b) ত্রয়ী ঐক্যের অন্তর্গত স্থানগত ঐক্য নিয়ে অ্যারিস্টটল কিছু বলেননি।

(c) নাটকে চরিত্র হবে ভালো, যথাযথ অনুগত ও সঙ্গত।

(d) fc...¡R qm d¢el Abju pj¡q¡lz

সংকেত :-

	a	b	c	d
Lz	AöÜ	öÜ	öÜ	öÜ
Mz	AöÜ	öÜ	AöÜ	öÜ
Nz	öÜ	öÜ	AöÜ	AöÜ
Oz	AöÜ	AöÜ	AöÜ	öÜ

2. 'পোয়েটিক্স' এর অনুসরনে প্রদত্ত মন্তব্যগুলির শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্দেশ করুন :-

(a) অ্যারিস্টটল অনুকরন বলতে বুঝেছিলেন এক ধরনের নকল।

(b) অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির একটি গুরুত্বপূর্ন অঙ্গ হিসাবে দৃশ্যকে সাহিত্যের আলোচনায় স্থান দিয়েছেন।

(c) সংগীত ও দৃশ্য এই দুই উপাদানের ফলে ট্র্যাজেডির আনন্দ বেশি ঘনীভূত হয়।

(d) অ্যারিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডিতে ক্রিয়ার স্থান একটিই।

সংকেত :-

	a	b	c	d
Lz	AöÜ	öÜ	AöÜ	öÜ
Mz	AöÜ	öÜ	AöÜ	AöÜ
Nz	AöÜ	AöÜ	öÜ	AöÜ
Oz	AöÜ	AöÜ	AöÜ	öÜ

3. অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিক্স' অবলম্বনে কয়েকটি মন্তব্য ও তার সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হল। তার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে সংকেত থেকে শুদ্ধ উত্তরটি নির্দেশ

LI¦e :

j¿hÉ : অ্যারিস্টটলের মতে কাব্য ইতিহাসের চেয়ে বেশি দার্শনিক যুক্তি - কেননা ইতিহাস বলে নির্দিষ্ট তথ্যের কথা আর কাব্য বলে p¡hSe¢e paÉz

সংকেত :-

Lz j¿hÉ öÜ ¢L¿ k¢š² AöÜ

Mz j¿hÉ J k¢š² cC-C öÜ

Nz j¿hÉ AöÜ, ¢L¿ k¢š² öÜ

Oz j¿hÉ J k¢š² cC-C AöÜz

Answer

SL No	Answer
1	L
2	N
3	M

teachinns
Text with Technology

NET - DEC - 2019

1. অ্যারিস্টটলের ‘পোয়েটিক্স’ অনুসরনে নীচে একটি মন্তব্য ও তার সাপেক্ষে একটি যুক্তি দেওয়া হল :
j¿hÉ : অ্যারিস্টটল শিল্পের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে জৈবিক ঐক্যের কথা বলেছিলেন।
k‹š² : কারন ভালো কবিদের কাহিনীর ঘটনাক্রমের মধ্যে তখন ঘটতো

সংকেত :-
Lz j¿hÉ öÜ k‹š² AöÜ
Mz j¿hÉ J k‹š² cC-C öÜ
Nz j¿hÉ AöÜ k‹š² öÜ
Oz j¿hÉ J k‹š² cC-C AöÜz

teachinns Text with Technology

Answer

SL No	Answer
1	M

teachinns
Text with Technology